নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ওয়াটার, স্যানিটেশন ও
হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচির
গ্রামীণ ওয়াশ কমিটির নেতাদের
নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল-২দিন

মে ২০০৮

প্রশিক্ষণ ইউনিট
ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচি

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা	ii
পূর্বকথা	iii
১. মডিউল ব্যবহার পদ্ধতি	২
২. প্রশিক্ষণের কোর্সেও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬
৪. কোর্স সার-সংক্ষেপ	৭
৫. শিখন সার-সংক্ষেপ	৯
৬. দিবস ভিত্তিক পরিকল্পনা	১০
৭. সূচনামূলক অধিবেশন	১৩
৮. পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনের বর্তমান পরিস্থিতি	১৭
৯. ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির উৎপত্তি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা	২৬
১০. গ্রাম ওয়াশ কমিটি	৩৪
১১. কর্মপরিকল্পনা	৪৯
১২. জন-যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন	৫৭
১৩. নেতৃত্ব	৭১
১৪. দলীয় কাজ	৭৭
১৫. সমাপ্তি অধিবেশন	৮১
সংযোজনী	৮৪

কৃতজ্ঞতা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট লক্ষ্য অর্জনের অঙ্গীকারকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের মধ্যে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। উলি-খিত প্রেক্ষাপটে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্র্যাক তার চলমান কর্মসূচিকে অধিকতর জোরদার করার পাশাপাশি সম্প্রতি গ্রহণ করেছে ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচি। ওয়াশ কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা অপরিহার্য। কর্মসূচির ফলপ্রসূ বাস্ড়বায়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কমিটি গঠনের মাধ্যমে একটি সাংগঠনিক অবকাঠামো তৈরি করার প্রয়োজনে কর্ম-এলাকার প্রতিটি গ্রামে একটি গ্রাম ওয়াশ কমিটি গঠন করা হয়। স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বদানের গুণাবলি উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

ব্র্যাকের বিভিন্ন চলমান কর্মসূচির পাশাপাশি ব্র্যাক প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য গুর"ত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্র্যাকের কর্মসূচি সফলভাবে বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে ব্র্যাক প্রশিক্ষণ বিভাগ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই ওয়াশ কর্মসূচির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুসারে ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ বিভাগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষকদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষকদল গঠন করা হয়। এই দলটির সঙ্গে ওয়াশ কর্মসূচির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ১৮ই জুন ২০০৭ ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ে (১৬ তলায়) এক সমন্বয়সভার আয়োজন করে। উক্ত সমন্বয়সভায় ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সংশি- ষ্ট বিষয়ে বিস্ড়ারিত আলোচনা করেন। তাদের সুচিন্ড়িত মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের "নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ" শিরোনামে একটি কোর্স আয়োজনের সিদ্ধান্ড় নেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণ কোর্স প্রস্তুতকরণ ও বাস্ড়বায়নের দায়িত্ব প্রশিক্ষণ বিভাগের উপর ন্যস্ড় হয়।
ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ বিভাগের উর্ধ্বতন প্রশিক্ষকবৃন্দ কোর্সের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে তার ডিজাইন করেন। মূলত জনগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে ফলপ্রসূ কর্মসম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে নেতৃত্বদান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

ওয়াশ কর্মসূচির সিনিয়র উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাবৃন্দের মূল্যবান পরামর্শ এই কোর্সের দিকদর্শনে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেজন্য আমরা আন্ড়রিকভাবে কৃতজ্ঞ। প্রশিক্ষণ বিভাগের শ্রদ্ধেয় সিনিয়র প্রশিক্ষকবৃন্দ শত ব্যস্ড়তার মধ্যেও তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে এই প্রশিক্ষণ কোর্সকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ। এই কোর্সটির কৌশলগত সীমাবদ্ধতা দূর করার লক্ষ্যে সকলের সুচিন্ড়িত মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা করছি। কোর্সটি বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে এলাকার কমিউনিটি লিডারদের কাজের গতিশীলতা ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক উন্নয়নে নেতৃত্ব ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।
এই কোর্সটি প্রণয়নে যাঁরা সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়েছেন:

০১.	মিলনকান্ড়ি বড়ুয়া	প্রোগ্রাম হেড, ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচি (ওয়াশ)
০২.	ডা: মো: আরিফুল আলম	প্রোগ্রাম ম্যানেজার ট্রেনিং, ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচি
০৩.	শাহ নূর মাহমুদ	সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট-ট্রেনিং, ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচি

মডিউলটি প্রণয়নে প্রশিক্ষণ বিভাগের যাঁরা সার্বিকভাবে পরামর্শ ও ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা হলেন:

০১.	জনাব ফজলুল হক	কর্মসূচি সমন্বয়কারী	ব্র্যাক প্রশিক্ষণ বিভাগ
০২.	জনাব রতীশ রায়	সিনিয়র প্রশিক্ষক	ব্র্যাক প্রশিক্ষণ বিভাগ

কোর্স প্রণয়নে যাঁরা সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন:

০১.	শাহারিয়া সুলতানা হাছনীন	প্রশিক্ষক	টার্ক	ময়মনসিংহ
০২.	ডি এম মোতারফ হোসেন	প্রশিক্ষক	টার্ক	দিনাজপুর
০৩.	শেখর চন্দ্র বিশ্বাস	সিনিয়র প্রশিক্ষক	টার্ক	বরিশাল
০৪.	রাসমোহন নাথ	সিনিয়র প্রশিক্ষক	টার্ক	ফরিদপুর
০৫.	মোঃ খালেদ মজুমদার	সিনিয়র প্রশিক্ষক	টার্ক	চট্টগ্রাম

পূর্বকথা

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনের জন্য বাংলাদেশের সামনে বর্তমানে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন নিশ্চিত করা গুর"ত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। সরকার এবং এনজিও উভয়ই দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য ও প্রশংসনীয় সফলতা অর্জন করেছে। দেশে বর্তমানে ৮০ শতাংশেরও বেশি এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এসব এলাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর্সেনিক সমস্যা নিরাপদ পানি সরবরাহকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। এ ছাড়াও নানাবিধ সমস্যা যেমন কিছু কিছু জায়গায় ভূগর্ভস্থ পানির স্ড়র নিচে নেমে যাওয়া, উপকূলীয় এলাকায় পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানি দূষণ বিভিন্ন এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহকে বাধাগ্রস্ড় করছে।

অন্যদিকে সরকার এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রচেষ্টায় দেশের সার্বিক স্যানিটেশন পরিস্থিতির উন্নয়নও ব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকায় স্যানিটেশন নিশ্চিত করা হয়েছে (ইউনিসেফ ২০০৩)। তবে সরকার ঘোষিত ১০০ শতাংশ স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের জন্য এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। এদিকে দেশের বিভিন্ন এলাকার জনগণের মধ্যে হাইজিনিক অভ্যাস গড়ে উঠলেও অনেকে এখনও হাইজিন অভ্যাসের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সচেতন নন। প্রতি বছর হাইজিন সংশি-ষ্ট রোগের কারণে বাংলাদেশে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়ে থাকে।

বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল দেশগুলোর বর্তমান নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন ইস্যুকে গুর"ত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল তথা এমডিজি'র ৪নং গোলে 'পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ কমানো' ও ৭নং গোলে 'পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণের' আওতায় আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে সকল উন্নয়নশীল দেশে নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের উপর গুর"ত্বারোপ করা হয়েছে।

১৯৭২ সাল থেকেই ব্র্যাক বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধপরবর্তী সময়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি, ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচি (OTEP), ওয়াটসানের কম্পোনেন্ট হিসেবে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচি (CSP), প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি (PHC) ও আবশ্যকীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি (EHC) ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সকল কর্মসূচিতে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অন্ড়র্ভুক্ত ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর লক্ষ্য পূরণ এবং দেশের সকল পর্যায়ে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ওয়াশ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

এই কর্মসূচির আওতাভূক্ত জনগোষ্ঠী যেন দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করে কর্মসূচির সফলতাকে স্থায়িত্বশীল করতে পারে, সেই জন্য এই কর্মসূচির আওতায় গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণকে একটি প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক দুই দিনের এই প্রশিক্ষণ গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের কার্যক্রমের সফল বাস্ড়বায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দায়িত্ব-কর্তব্য বৃদ্ধি পাবে যা গ্রামে পানি এবং স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের জন্য সহায়ক হবে। স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে গ্রাম ওয়াশ কমিটি সমাজের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনিক অভ্যাস নিশ্চিতকরণে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণ কোর্সটি ওয়াশ কর্মসূচির সফল বাস্ড়বায়ন ও স্থায়িত্বশীলতার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এই ম্যানুয়েলটি মূলত তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানকে লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এটা ওয়াটার,স্যানিটেশন ও হাইজিন(ওয়াশ) কর্মসূচির গ্রামীণ ওয়াশ কমিটির নেতাদের জন্য প্রণীত হলেও, অন্যান্য সংস্থা যাদের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে প্রকল্প রয়েছে তারাও এই ম্যানুয়েল দ্বারা উপকৃত হবেন বলে আশা করি।

শব্দ-সংক্ষেপ ব্যাখ্যা

ADP	Annual Development Program
BHP	BRAC Health Program
CSP	Child Survival Program
DPHE	Department of Public Health Engineering
EHC	Essential Health Care
HNPP	Health Nutrition and Population Program
LGED	Local Government Engineering Department
MDG	Millennium Development Goal
OTEP-PHC	Oral Therapy Extension Program-Primary Health Care
PRA	Participatory Rural Appraisal
SK	Shasthya Kormy
SS	Shasthya Sebika
SSHE	School Sanitation and Hygiene Education
UNO	Upazila Nirbahi Officer
VSC	Village Sanitation Centre
VWC	Village WASH Committee
WATSAN	Water and Sanitation
WASH	Water, Sanitation and Hygiene

মডিউল ব্যবহার পদ্ধতি

ক. মডিউল ভূমিকা :

প্রশিক্ষণ আয়োজন ও পরিচালনায় দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এই মডিউলটির ভূমিকা অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। মডিউলটি একধরণের দিক নির্দেশনা ও তথ্য প্রদায়ী সহায়িকা। মডিউলটি নিম্নলিখিত কর্মকান্ডে সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করবে।

১. সহায়ক	:	মডিউলটি কার্যকরী প্রশিক্ষণ আয়োজনে সহায়ক হবে।
২. দিক নির্দেশক	:	এই মডিউলটি পরিসম্পদ উপকরণ হিসাবে (Resource Material) প্রশিক্ষকদের কোর্স পরিচালনায় দিক নির্দেশনা দেবে।
৩. মূল্যায়ক	:	প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

খ. মডিউলটির সংগঠন :

সমগ্র মডিউলটিতে মোট ০৯টি পাঠ সমন্বিত হয়েছে। প্রত্যেকটি পাঠে আবার নিম্নলিখিত অংশগুলি সংযোজিত হয়েছে। যেমন:

১.	শিখন শিরোনাম	:	প্রত্যেক পাঠের সূচনায় সংশি- ষ্ট শিখন শিরোনাম উলে- খ করা হয়েছে।
২.	সহায়কের নোট	:	পাঠ পরিচালনার জন্য অবশ্যই পালনীয় কিছু নির্দেশনা এখানে বর্ণিত হয়েছে।
২.	শিখন উদ্দেশ্য	:	শিরোনামের পরে উক্ত পাঠের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। এটা সহায়কের নিজের জানার জন্য যা পরবর্তী সময়ে সহায়ক নিজের ভাষায় বর্ণনা করে অংশগ্রহণকারীদের এই পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
৩.	অধিবেশন সার-সংক্ষেপ	:	এই অংশে সমগ্র পাঠে যে সব বিষয়ের অবতারনা করা হবে তা সময়সহ বর্ননা করা হয়েছে ।
৪.	পদ্ধতি	:	এই অংশে সহায়ক কিভাবে সমগ্র পাঠকে উপস্থাপন করবেন বা পাঠ উপস্থাপনে তিনি কি ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করবেন তা বর্ণিত হয়েছে।
৫.	পঠন উপকরণ	:	প্রশিক্ষণে যে সকল পঠন উপকরণ অংশগ্রহণকারীদের বিষয়বস্তু পরিস্কার করে অনুধাবণ করার জন্য প্রদান করা হবে তার তালিকা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।
৬.	প্রশিক্ষণ উপকরণ	:	সংশি- ষ্ট পাঠ পরিচালনায় সহায়ক কি কি উপকরণ ব্যবহার করবেন তার একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে।
৭.	সময়	:	এখানে সংশি- ষ্ট পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় বা বরাদ্দ কৃত সময়ের ব্যাপ্তিকে উলে- খ করা হয়েছে।
৮.	সহায়কের প্রস্তুতি	:	এখানে সহায়কের উদ্দেশ্যে পাঠ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য কিছু প্রস্তুতির নির্দেশনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

০৯. প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া : এখানে ধাপে ধাপে কিভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়া প্রতিটি পাঠের সঙ্গে সংশি- ষ্ট তথ্যপত্র ও স্বচ্ছপত্র সংযোজিত হয়েছে।

গ. মডিউলটি ব্যবহারের নিয়ম :

১. মডিউলটি প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহায়ককে সাহায্য করবে। তবে সেজন্য পূর্ব থেকেই ভালভাবে প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন।

২. প্রশিক্ষণকে অংশগ্রহণমূলক ও বিশে- ষণাত্মক করার জন্য যেসব প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণীয় বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে প্রশিক্ষকের তা আগে থেকেই পাঠ ও অনুশীলন করে নেওয়া উচিত।

৩. প্রতিটি পাঠের জন্য সন্নিবেশিত তথ্য প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রশিক্ষক ইচ্ছা করলে তা পরিবর্তন করে নিতে পারেন।

৪. পাঠ উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, সময় ও পদ্ধতি উলে- খ করা হয়েছে। সুবিধা অনুযায়ী প্রশিক্ষক তা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারেন।

৫. এই মডিউলটি একটি সাহায্যকারী রচনা। তথ্য পরিবেশনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও চিন্ড়াধারা বিবেচনাপূর্বক প্রশিক্ষক তার সামঞ্জস্য বিধান করে উপস্থাপন করতে পারেন।

ঘ. প্রশিক্ষণ স্থান :

প্রশিক্ষণে প্রয়োজনীয় ভৌত পরিবেশ আছে এমন স্থানে প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। ভেন্যুর পরিসর এমন হওয়া উচিৎ যেন অংশগ্রহণকারীগণ U (ইউ) আকৃতিতে বসতে পারে। সামনে ১ টি ভিপবোর্ড ও ১টি হোয়াইট বোর্ড একসারিতে রাখার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকতে হবে। ওএইচপি দেখানোর জন্য সাদা স্ক্রীণ বা সাদা দেয়াল থাকতে হবে। অংশগ্রহণকারী ও সহায়কদের মাঝে ৮-১০ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

ঙ. প্রশিক্ষণ পদ্ধতি :

মডিউলে বর্ণিত পদ্ধতি ব্যবহার করার প্রচেষ্টা রাখতে হবে। তবে সম্ভব না হলে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মান অনুযায়ী পদ্ধতি কৌশলে পরিবর্তন আনতে পারেন। তবে পাঠ উদ্দেশ্যের সহিত পদ্ধতি সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

চ. প্রশিক্ষণ উপকরণ :

মডিউলে যে সমস্ড় উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তা হয়তো সব ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে বোর্ড, কার্ড ও ওএইচপি। সেক্ষেত্রে বিকল্প চিন্ড়া করা যেতে পারে। যেমন বোর্ডের পরিবর্তে দেয়াল ব্যবহার করা যেতে পারে। স্বচ্ছপত্রের পরিবর্তে পোস্টার ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছ. পাঠ উপস্থাপনের কিছু টিপস্ :

- প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানানো
- কুশলাদি বিনিময়
- সহজ, সাবলীল ও সুন্দরভাষায় বিষয়বস্তু উপস্থাপনা
- বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রকৃতি অনুযায়ী পদ্ধতি নির্বাচন

- সহজ, আর্কষণীয় ও সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করা
- ধৈর্য্যের সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত শোনা
- দলীয় কাজে সহায়তা প্রদান
- আত্মবিশ্বাসের সাথে পাঠ পরিচালনা
- অংশগ্রহণকারীদের মাঝে আস্থা স্থাপন
- পূর্বের পাঠের সাথে সম্পর্ক স্থাপন
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা

জ. সহায়ক সংখ্যা :

দুইদিনের প্রশিক্ষণে কমপক্ষে দু'জন সহায়ক পাঠ পরিচালনা করবেন।

ঝ. দলভাগের নিয়ম :

দল গঠনের বিভিন্ন কৌশল আছে। গতানুগতিক দল গঠনের সময় একটি মাত্র পদ্ধতি ব্যবহার না করে ভিন্ন ভিন্ন পদ্বতি ব্যবহার করলে একঘেঁয়েমি থাকে না। দল গঠনের বিভিন্ন আনন্দদায়ক কৌশল পূর্বেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে যাতে ভিন্ন ভিন্ন দল গঠনের কৌশল ব্যবহার করা যায়। যেমন কার্ড বা কাগজ কেটে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী সমান ৪টি ভাগে ভাগ করে ফুল, ফল , পাখী ও নদীর নাম লিখে রাখতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের খেলার মাধ্যমে দল ভাগ করতে পারেন।

ঞ. উদ্বোধনী পর্ব :

প্রশিক্ষণের শুর"তে ছোট একটি উদ্বোধনী পর্ব থাকবে। উদ্বোধনী পর্বে সবাইকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাতে হবে এবং প্রশিক্ষণটি যে সব সংস্থা আয়োজন করেছেন ও সার্বিক সহায়তা দিয়েছেন তাদের নাম উলে- খ করতে হবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথি হিসেবে যারা উপস্থিত থাকবেন (যেমন SRM, RM, UM ও অন্যান্য) তাদের নাম এবং পদবী আগে থেকেই জেনে নিয়ে তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সবশেষে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শুর" করতে হবে।

ট. সমাপনী পর্ব :

প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনীপর্বে সবাইকে ২ দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাবেন। এরপর অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ২-৩ জনকে আহবান জানান প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য। অতঃপর RM, UM (যদি উপস্থিত থাকেন) তাদের আমন্ত্রণ জানান সমাপনী বক্তব্য দেওয়ার জন্য। সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি টানুন।

ঠ. কয়েকটি উদ্দীপক (Energiser) :

এছাড়া প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে একঘেয়েমী দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্দীপক (Energiser) ব্যবহার করা হবে। তার কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হলো।

(ক) সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের একটি খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করবেন এবং বলবেন আমাদের সামনে দুইটি পুকুর আছে। একটি পুকুর ময়লা আবর্জনায় ভর্তি এবং অন্য পুকুরটি পরিস্কার। এখন গোসল করার জন্য আমরা কোন

পুকুরটি ব্যবহার করব। সকল অংশগ্রহণকারী ভাল পুকুরটিই বেছে নিবেন। সহায়ক সকল কে ভাল পুকুর পাড়ে গোল হয়ে দাড়াতে বলবেন এবং খেলার নিয়ম বলে দিবেন। সহায়ক যখন বলবেন পুকুর, তখন সকলে পুকুবে নামবেন এবং যখন বলবেন পাড় তখন সকলে পাড়ে উঠে যাবেন। যিনি সময়মত সাড়া দিতে পারবেন না, তিনি খেলা থেকে বাদ পরবেন। এভাবে তিন চারবার খেলাটি অনুশীলন করানো যেতে পারে।

(খ) সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের একটি খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে সকল অংশগ্রহণকারীদের দুটি দলে ভাগ করবেন (এক দলে সভাপতি এবং অন্য দলে সদস্যসচিব)। তাঁরা উভয়ে নিজের সামনে দাঁড়ানো অংশগ্রহণকারীকে আঙুল নাড়িয়ে বলবেন 'আমি কিছু করতে পারি', 'তুমি আরও কিছু করতে পার' চল আমরা উভয়ে মিলে আমাদের গ্রামটা বাসযোগ্য করে গড়ে তুলি ।

(গ) সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের একটি খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে সকলকে একে অপরের সামনাামনি বা মুখোমুখি দাঁড়াতে বলবেন এবং খেলার নিয়ম বলে দিবেন। সকলে ডান পা সামনে এগিয়ে, একটু ঝুকে ডান পা মাটিতে ঘসে নিচের ছড়াটি বলবেন।

'খুঁড় খুঁড়া খুঁড়
ঝুঁড় ঝুঁড়া ঝুঁড়
ফুঁর ফুঁরা ফুঁর পানি ...।'

অতঃপর একে অপরকে উদ্দেশ্য করে সাহাদৎ অঙুলি নির্দেশ করে বলবেন

'তোমার মনের সকল কথা আমি কিন্ডু জানি ...।'

এভাবে দুই তিনবার খেলাটি খেলাতে পারেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কোর্সের লক্ষ্য

গ্রামের সকলের জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা উন্নয়ন করা।

কোর্সের উদ্দেশ্য

এই কোর্স শেষে অংশগ্রহণকারিগণ

- গ্রামের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।
- ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি সম্পর্কে জেনে কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।
- নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং নেতৃত্ব বিকাশে উদ্বুদ্ধ হবেন।
- দলীয় কাজের প্রয়োজনীয়তা, গতিশীলতা, গুর"ত্ব বিশে- ষণ করতে পারবেন।
- জন যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের বিভিন্ন দিক বিশে- ষণ করতে পারবেন।
- মিটিং আয়োজন ও পরিচালনার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে জেনে সঠিকভাবে মিটিং পরিচালনা করতে পারবেন।
- গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ বলতে পারবেন।
- গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও মনিটরিংএর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কোর্স সার-সংক্ষেপ

মেয়াদকাল	:	দুই দিন
অধিবেশনের সংখ্যা	:	প্রতিদিন পাঁচটি
সময়কাল	:	**প্রথম দিন :** প্রথম অধিবেশন: সকাল ০৯০০ থেকে ১১০০ টা পর্যন্ড়। দ্বিতীয় অধিবেশন: সকাল ১১৩০ থেকে দুপুর ১২০০টা পর্যন্ড়। তৃতীয় অধিবেশন: দুপুর ১২০০টা থেকে ১৩০০ পর্যন্ড়। চতুর্থ অধিবেশন: অপরাহ্ন ১৪০০ টা থেকে ১৫৩০ পর্যন্ড়। পঞ্চম অধিবেশন: বিকেল ১৫৪৫ থেকে ১৬৪৫ পর্যন্ড়। **দ্বিতীয় দিন :** প্রথম অধিবেশন: সকাল ০৯০০ থেকে ১০১৫ টা পর্যন্ড়। দ্বিতীয় অধিবেশন: সকাল ১০-১৫ থেকে দুপুর ১১০০ টা পর্যন্ড় । তৃতীয় অধিবেশন: দুপুর ১১৩০টা থেকে ১২১৫ পর্যন্ড় । চতুর্থ অধিবেশন: অপরাহ্ন ১২১৫ টা থেকে ১৩১৫ পর্যন্ড় । পঞ্চম অধিবেশন: বিকেল ১৩১৫ থেকে ১৪০০ পর্যন্ড় ।
মোট মেয়াদকাল	:	সর্বমোট- ১১ ঘন্টা
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	:	২৪ জন (সভাপতি ১২; সদস্যসচিব ১২)

মূল বিষয়সমূহ

১. সূচনামূলক অধিবেশন ও গ্রামের পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন বর্তমান পরিস্থিতি।
২. ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির উৎপত্তি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা।
৩. গ্রাম ওয়াশ কমিটি।
৪. কর্মপরিকল্পনা।
৫. জন যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন।
৬. খানা প্রধানকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া ও এডিপি ফান্ড স্যানিটেশন খাতে ব্যবহারে ইউপি চেয়ারম্যানকে উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল।
৭. নেতৃত্ব।
৮. সম্পর্ক উন্নয়ন।
৯. দলীয় কাজ।
১০. কোর্স পুনরালোচনা ও প্রশিক্ষনোত্তর প্রতিশ্রুতি।

পদ্ধতি

এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক এবং কার্যক্রম ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণে তাদের সম্পূর্ণ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জানবে। যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা হচ্ছে:-

১. বক্তব্য ও আলোচনা
২. দলীয় আলোচনা
৩. সাইমুলেশন গেইম
৪. কেইস্-স্টাডি
৫. গঠনমূলক অভিজ্ঞতা বর্ণনা
৬. রোলপে-
৭. ভিডিও প্রদর্শনী
৮. প্রদর্শন

এছাড়া প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে একঘেয়েমী দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্দীপক (Energiser) ব্যবহার করা হবে।

উপকরণ

১. হ্যান্ডআউট
২. ট্রান্সপারেন্সি ও ওভারহেড প্রজেক্টর
৩. টেলিভিশন
৪. ডিভিডি/ভিসিপি পে- য়ার ও ডিভিডি/ভিসিডি
৫. মার্কারপেন ও পোস্টার পেপার
৬. হোয়াইট বোর্ড ও বোর্ড মার্কারসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করা হবে।

এছাড়া প্রতিটি প্রতিটি VWC প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি প্রশিক্ষকগণ সংরক্ষণ ও ব্যবহার করবেন।

১. মডিউল, ২. ফ্লিপচার্ট (ওয়াশ), ৩. পোস্টার ও ট্রান্সপারেন্সি শিটের নমূনা, ৪. CD ২টি (নব দিগন্ড় ও গ্রাম ওয়াশ কমিটি গঠন) ৫. সামাজিক মানচিত্র ৬. ওয়াটার সিল (প্যান সাইফুন) এর নমূনা ও ৭. দলীয় কাজ করার জন্য ৪/৫টি পাটি।

শিখন সার-সংক্ষেপ

শিখন একক	শিখন শিরোনাম	বিষয়	মেয়াদকাল
০১	পরিচয় পর্ব ও প্রশিক্ষণ পরিচিতি	-- স্বাগত, পরিচয় পর্ব ও প্রশিক্ষণের পরিবেশ সৃষ্টি -- প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা -- প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য -- প্রশিক্ষণে কার্যকর অংশগ্রহণে করণীয়	০.৩০ ঘন্টা
০২	পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনের বর্তমান পরিস্থিতি	-- সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধান -- চ্যালেঞ্জসমূহ -- চ্যালেঞ্জ উত্তরণের উপায় সমূহ	১.৩০ ঘন্টা
০৩	ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির উৎপত্তি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা	-- ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি -- ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০.৩০ ঘন্টা
০৪	গ্রাম ওয়াশ কমিটি	-- গ্রাম ওয়াশ কমিটি ও তার দায়িত্ব-কর্তব্য -- মিটিং আয়োজন ও পরিচালনা	০১.০০ ঘন্টা
০৫	কর্মপরিকল্পনা	-- গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা -- গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্মপরিকল্পনা ও মনিটরিং -- রেকর্ড সংরক্ষণ	১.৩০ ঘন্টা
০৬	জন যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন	-- জন যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রসমূহ -- ওয়াটসন কমিটিতে সামাজিক মানচিত্র উপস্থাপনকৌশল -- খানাপ্রধানকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া -- এডিপি ফান্ড স্যানিটেশন খাতে ব্যবহারে ইউ.পি. চেয়ারম্যানকে উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল	২.০০ঘন্টা
০৭	নেতৃত্ব	-- নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা -- নেতৃত্বের বিকাশ; ওয়াশ কর্মসূচির আলোকে -- সম্পর্ক উন্নয়ন	১.৩০ ঘন্টা
০৮	দলীয় কাজ	-- সমাজে একত্রে কাজ করা -- সমাজে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়	০১ ঘন্টা
০৯	সমাপ্তি	-- কোর্স পুনরালোচনা ও প্রশিক্ষনোত্তর প্রতিশ্রুতি	০.৩০ ঘন্টা

প্রতি সন্ধ্যায় ওয়াটসান সম্পর্কিত প্রামান্য ভিডিও প্রদর্শন।

দিবসভিত্তিক পরিকল্পনা

১ম দিবস

সময়	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
০৯০০ - ০৯১৫	সূচনামূলক অধিবেশন: কুশল বিনিময় ও কোর্সের উদ্দেশ্য বিশে- ষণ	আলোচনা ও প্রদর্শন
০৯১৫ - ০৯৩০	পারস্পরিক পরিচিতি ও প্রশিক্ষণের নিয়মনীতি	
০৯৩০ - ১১০০	পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনের বর্তমান পরিস্থিতি -- সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধান -- চ্যালেঞ্জসমূহ -- চ্যালেঞ্জ উত্তরণের উপায় সমূহ	মুক্তচিন্ড়ার ঝড়, দলীয় আলোচনা প্রদর্শন
১১০০ - ১১৩০	স্বাস্থ্য বিরতি	
১১৩০ - ১২০০	ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির উৎপত্তি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা -- ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি -- ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	আলোচনা ও প্রদর্শন
১২০০ - ১৩০০	গ্রাম ওয়াশ কমিটি -- গ্রাম ওয়াশ কমিটি ও তার দায়িত্ব-কর্তব্য -- মিটিং আয়োজন ও পরিচালনা	বক্তৃতা ও আলোচনা বড় দলীয় আলোচনা
১৩০০ - ১৪০০	মধ্যাহ্ন বিরতি	
১৪০০ - ১৫৩০	কর্মপরিকল্পনা -- গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্ম পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা -- গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্ম পরিকল্পনা ও মনিটরিং -- রেকর্ড সংরক্ষণ	দলীয় আলোচনা প্রদর্শন ও অনুশীলন
১৫৩০ - ১৫৪৫	স্বাস্থ্য বিরতি	
১৫৪৫ - ১৬৪৫	জন যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন -- জন যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রসমূহ -- ওয়াটসন কমিটিতে সামাজিক মানচিত্র উপস্থাপনকৌশল চলমান ...	রোল পে- , আলোচনা ও প্রদর্শন
১৬৪৫ - ১৭০০	পুনরালোচনা ও চেকআউট	

২য় দিবস

সময়	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
০৯০০ - ০৯১৫	কুশল বিনিময় ও পূর্বদিনের পাঠ যাচাই	প্রশে-ত্তর
০৯১৫ - ১০১৫	-- খানাপ্রধানকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া -- এডিপি ফান্ড স্যানিটেশন খাতে ব্যবহারে ইউপি চেয়ারম্যানকে উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল	আলোচনা, প্রশে-ত্তর ও অনুশীলন
১০১৫ - ১১০০	নেতৃত্ব -- নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা -- নেতৃত্বের বিকাশ; ওয়াশ কর্মসূচির আলোকে	সাইমুলেশন গেম বড়দলীয় আলোচনা ও অনুশীলন
১১০০ - ১১৩০	স্বাস্থ্য বিরতি	
১১৩০ - ১২১৫	-- সম্পর্ক উন্নয়ন	রোল পে-
১২১৫ - ১৩১৫	দলীয় কাজ -- সমাজে একত্রে কাজ করা -- সমাজে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়	মুক্তচিন্ড়ার ঝড়, ছোটদলীয় আলোচনা, আলোচনা ও প্রদর্শন
১৩১৫ - ১৩৪৫	কোর্স পুনরালোচনা ও প্রশিক্ষনোত্তর প্রতিশ্র“তি	বড়দলীয় আলোচনা
১৩৪৫-১৪০০	কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা	আলোচনা

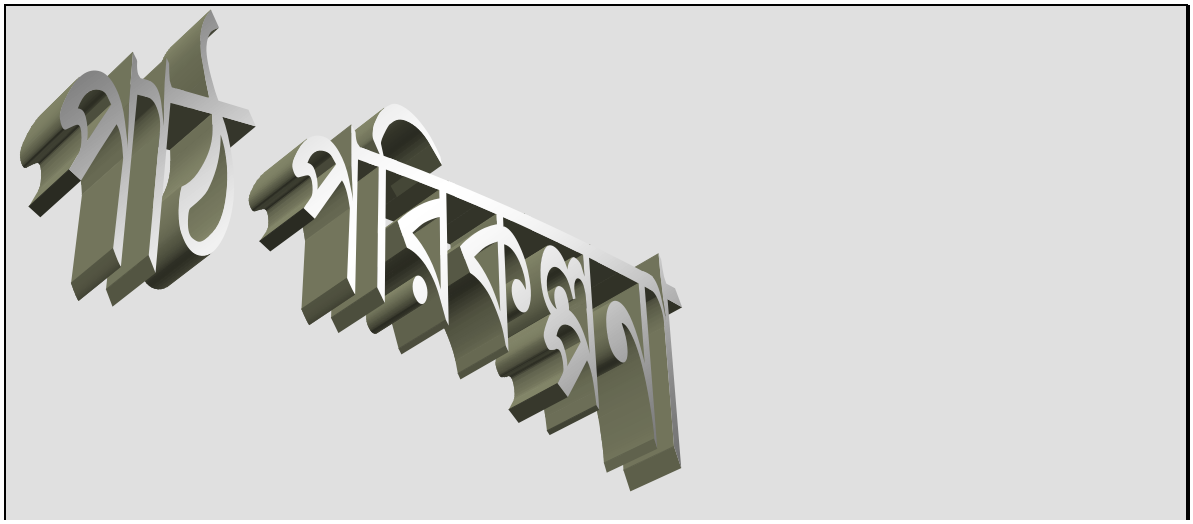
পাঠ পরিকল্পনা

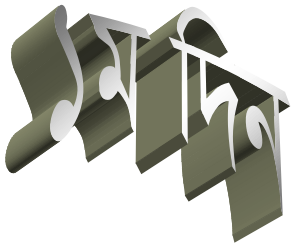

শিখন একক ১ সূচনামূলক অধিবেশন

শিখন একক ১:১ কুশল বিনিময় ও কোর্সের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিশে- ষণ

সহায়কের নোট

অংশগ্রহণকারিগণ যখন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তখন তারা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য জানতে চান। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি শিখন প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরো প্রশিক্ষণের একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারিদের জানাতে হবে।

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : দলীয় আলোচনা

উপকরণ : পোস্টার, ও.এইচ.পি (প্রোজেক্টর)

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ১ ক তৈরী

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় ৩ টি ধাপ রয়েছে।

ধাপ ১ সহায়ক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর অংশগ্রহণকারীদের আন্ড়রিক শুভেচ্ছা জানাবেন। এরপর তিনি অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন । এসময় তিনি প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম, মেয়াদ, সময়সীমা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করবেন।

ধাপ ২ কুশল বিনিময় ও সূচনা বক্তব্য শেষে সহায়ক পূর্বে তৈরী করা পোষ্টার ব্যবহার করে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করবেন। আলোচনাকালীন তিনি অংশগ্রহণকারীদের কোন প্রশ্ন থাকলে তার ব্যাখ্যা দেবেন।

ধাপ ৩ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা শেষে সহায়ক অধিবেশনের সংক্ষেপায়ন করবেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের কোন জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারীদের কোন জিজ্ঞাসা না থাকলে সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

শিখন একক ১.২ পারস্পরিক পরিচিতি

সহায়কের নোট

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারিদের মধ্যে কারও কারো সাথে পূর্ব পরিচয় থাকতে পারে আবার অনেকে পূর্ব পরিচিত নাও থাকতে পারে। প্রশিক্ষণে একে অপরের সম্পর্কে না জানলে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি নাও হতে পারে। তাই পরবর্তী সময়ে একসাথে থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং জানার জন্য অংশগ্রহণকারিদের মধ্যে ভালভাবে পরিচয় হওয়া দরকার।

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ জড়তামুক্ত হবেন এবং একটি ভাল শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশিক্ষকের সুবিধামতে

উপকরণ : প্রশিক্ষকের সুবিধামতে

সহায়ক প্রস্তুতি : নেই

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় দুটি ধাপ রয়েছে।

ধাপ ১ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য আলোচনা শেষে প্রশিক্ষক পরিচিতিপর্বের সূচনা করবেন এবং অংশগ্রহণকারিগণ এ পর্বে একে অপরের পরিচয় জানতে পারবেন। এ পর্যায়ে প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারিগণের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ এবং জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা/ওয়াশ বিষয়ক একটি সফল ঘটনা উলে-খপূর্বক আত্মপরিচয়দানের অনুরোধ করবেন-

- নাম
- গ্রামের নাম
- পদবি

ধাপ ২ নির্দেশনা শেষে সহায়ক প্রথমে অভিনয়ের মাধ্যমে (রোল পে-) নিজের পরিচয় দেবেন। এরপর অংশগ্রহণকারিগণ একই নিয়মে একে একে নিজের পরিচয় দেবেন। এরপর হ্যান্ড আউট শি১ক দিবসভিত্তিক পরিকল্পনার কপি বিতরণ করবেন। পরিশেষে সহায়ক সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

দিবসভিত্তিক পরিকল্পনা

১ম দিবস

গময়	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
০৯০০ু ০৯১৫	সূচনামূলক অধিবেশনঃ কুশল বিনিময় ও কোর্সের উদ্দেশ্য বিশে- ষণ	আলোচনা ও প্রদর্শন
০৯১৫ু ০৯৩০	পারস্পরিক পরিচিতি ও প্রশিক্ষণের নিয়মনীতি	
০৯৩০ু ১১০০	পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনের বর্তমান পরিস্থিতি - সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধান - চ্যালেঞ্জসমূহ - চ্যালেঞ্জ উত্তরণের উপায় সমূহ	মুক্তচিন্ড়র ঝড়, দলীয় আলোচনা প্রদর্শন
১১০০ু ১১৩০	স্বাস্থ্য বিরতি	
১১৩০ু ১২০০	ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির উৎপত্তি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা - ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি - ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	আলোচনা ও প্রদর্শন
১২০০ু ১৩০০	গ্রাম ওয়াশ কমিটি - গ্রাম ওয়াশ কমিটি ও তার দায়িত্ব-কর্তব্য - মিটিং আয়োজন ও পরিচালনা	বক্তৃতা ও আলোচনা বড় দলীয় আলোচনা
১৩০০ু ১৪০০	মধ্যাহ্ন বিরতি	
১৪০০ু ১৫৩০	কর্মপরিকল্পনা - গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্ম পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা - গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্ম পরিকল্পনা ও মনিটরিং - রেকর্ড সংরক্ষণ	দলীয় আলোচনা প্রদর্শন ও অনুশীলন
১৫৩০ু ১৫৪৫	স্বাস্থ্য বিরতি	
১৫৪৫ - ১৬৪৫	জন যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন -- জন যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রসমূহ -- ওয়াটসন কমিটিতে সামাজিক মানচিত্র উপস্থাপনকৌশল চলমান ...	রোল পে- , আলোচনা ও প্রদর্শন
১৬৪৫ - ১৭০০	পুনরালোচনা ও চেকআউট	

২য় দিবস

গময়	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
০৯০০ - ০৯১৫	কুশল বিনিময় ও পূর্বদিনের পাঠ যাচাই	প্রশে-ত্তর
০৯১৫ - ১০১৫	-- খানাপ্রধানকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া -- এডিপি ফান্ড স্যানিটেশন খাতে ব্যবহারে ইউ.পি. চেয়ারম্যানকে উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল	আলোচনা, প্রশে-ত্তর ও অনুশীলন
১০১৫- ১১০০	নেতৃত্ব -- নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা -- নেতৃত্বের বিকাশ; ওয়াশ কর্মসূচির আলোকে	সাইমুলেশন গেম বড়দলীয় আলোচনা ও অনুশীলন
১১০০ - ১১৩০	স্বাস্থ্য বিরতি	
১১৩০ - ১২১৫	-- সম্পর্ক উন্নয়ন	রোল পে-
১২১৫ - ১৩১৫	দলীয় কাজ -- সমাজে একত্রে কাজ করা -- সমাজে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়	মুক্তচিন্ড়র ঝড়, ছোটদলীয় আলোচনা, আলোচনা ও প্রদর্শন
১৩১৫ - ১৩৪৫	কোর্স পুনরালোচনা ও প্রশিক্ষনোত্তর প্রতিশ্র“তি	বড়দলীয় আলোচনা
১৩৪৫-১৪০০	কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা	আলোচনা

পোস্টার শি১ ক
ভিডবিউসি
২০০৮

প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কোর্সের লক্ষ্য :

গ্রামের সকলের জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা উন্নয়ন করা।

কোর্সের উদ্দেশ্য :

এই কোর্স শেষে অংশগ্রহণকারিগণ

- গ্রামের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।
- ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি সম্পর্কে জেনে কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।
- নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং নেতৃত্ব বিকাশে উদ্বুদ্ধ হবেন।
- দলীয় কাজের প্রয়োজনীয়তা, গতিশীলতা, গুর"ত্ব বিশে- ষণ করতে পারবেন।
- জন যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের বিভিন্ন দিক বিশে- ষণ করতে পারবেন।
- মিটিং আয়োজন ও পরিচালনার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে জেনে সঠিকভাবে মিটিং পরিচালনা করতে পারবেন।
- গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ বলতে পারবেন।
- গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও মনিটরিংএর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিখন একক. ২ পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনের বর্তমান পরিস্থিতি

শিখন একক ২.১ গ্রামের পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন বিষয়ক সমস্যাসমূহ

সহায়কের নোট

এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারি অনেকের মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই অনেকে নিজ গ্রামের পানি ও স্যানিটেশন ও হাইজিনের প্রধান সমস্যার সঙ্গে পরিচিত। এই সেশনের মাধ্যমে তারা আরও বেশি করে নিজ গ্রামের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনবিষয়ক সমস্যার বিশালত্বকে অনুভব করতে পারবেন। এই সমস্যা সমাধানে সরকার কীভাবে সাড়া প্রদান করছে এবং ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি কী করতে চায় তার সবকিছু অংশগ্রহণকারিগণ প্রশিক্ষণ থেকে জানতে পারবেন।

উদ্দেশ্য : এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ সামাজিক মানচিত্রের মাধ্যমে নিজ নিজ গ্রামের পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময় : ৪০ মিনিট

পদ্ধতি : ছোট ও বড়দলীয় আলোচনা, ঘটনা বিশে- ষণ ও প্রদর্শন।

উপকরণ : পোস্টার, বোর্ড মার্কার, আর্টলাইন মার্কার ও সামাজিক মানচিত্র।

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ২ ক তেরি।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় ৬ টি ধাপ রয়েছে।

ধাপ ১ সহায়ক প্রথমে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। অতপর একটি ঘটনা বলার পরিবেশ তৈরি করবেন। ঘটনাটি সংযুক্ত করা হল (সাবান আলির বোধোদয়/জমিলার প্রতিজ্ঞা) ।

ধাপ ২ সহায়ক ধীরে ধীরে সাবান আলির বোধোদয়/জমিলার প্রতিজ্ঞা শীর্ষক ঘটনা বলবেন। মাঝে-মধ্যে ঘটনা বুঝেছে কি না তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। ঘটনা বলা শেষে সবাইকে ধৈর্যসহকারে শোনার জন্য ধন্যবাদ জানাবেন।

ধাপ ৩ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ড় পাঁচটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন অথবা পুর্বে লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করবেন। তারপর অংশগ্রহণকারীদের কাছে উত্তরগুলো জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারিগণ বলবেন আর সহায়ক ধারাবাহিকভাবে প্রশ্নের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং সমস্যা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে আলোচনা করবেন ও সাধারণীকরণ করবেন।

ধাপ ৪ গ্রাম ওয়াশ কমিটির মাধ্যমে কদুরখিল গ্রাম সুখের আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গ্রাম ওয়াশ কমিটিই পারেন বাংলাদেশের অন্যান্য কদুরখিল গ্রামের পরিবর্তন আনতে, গ্রাম ওয়াশ কমিটির অবদান অপরিসীম ইত্যাদি কথা উলে-খপুর্বক আবেগময় বক্তব্যের মাধ্যমে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক মানচিত্র থেকে দলীয়ভাবে নিজ গ্রামের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনের বর্তমান পরিস্থিতি ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে পোস্টারে লিখতে বলবেন।

ধাপ ৫ অংশগ্রহণকারিগণ সোশাল ম্যাপে গ্রামে কী কী সমস্যা আছে তাও ছোটদলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পোস্টারে লিখবেন এবং দলের একজন উপস্থাপন করবেন। সহায়ক সমস্যাসমূহ নিয়ে বিস্ড়রিত আলোচনা করবেন যাতে অংশগ্রহণকারিগণ গ্রামের বাস্ড়ব অবস্থা ভালভাবে বুঝতে পারেন। অতঃপর উপস্থাপন শেষে লিখিত পোস্টারগুলি দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবেন।

ধাপ ৬ **বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের মধ্যে ১০০% পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন এবং** আমাদের সকলের উচিত এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা এই বলে সহায়ক অধিবেশনের সমাপ্তি টানবেন।

সহায়কের নোট

০১. গ্রামের পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনবিষয়ক সমস্যাসমূহ বিশে-ষণে সহায়ক আবেগময় বক্তব্য দেবেন।
০২. সামাজিক মানচিত্র থেকে প্রাপ্ত গ্রামের পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনের বাস্ড়ব চিত্র তুলে ধরবেন।
০৩. সামাজিক মানচিত্র নিয়ে আলোচনা করার সময় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
০৪. সমস্যার খারাপ বা ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনা করবেন।

শিখন একক ২.২ গ্রামের পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনবিষয়ক চ্যালেঞ্জসমূহ

সহায়কের নোট

পরিবেশের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে একটি গুর"ত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয় (গোল ৭- স্থায়িত্বশীল কর্মউপযোগী পরিবেশ সংরক্ষণ/নিশ্চিতকরণ)। এই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে (লক্ষ্যমাত্রা-১০ '২০১৫ সালের মধ্যে নিরাপদ পানি এবং ন্যূনতম স্যানিটেশনসুবিধা বঞ্চিত জনসংখ্যার হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা')। *২০০৬ সাল পর্যন্ড় বাংলাদেশের স্যানিটেশন কভারেজ ৮১% যা থেকে সহজে প্রতীয়মান হয় যে, ১০০% স্যানিটেশন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশকে এখনও অনেকটা পথ চলতে হবে। প্রতিটি গ্রাম যদি ১০০% স্যানিটেশনের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে তাহলে অচিরেই বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। তবে গ্রামগুলোতে এই কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারিগণ প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের অন্ড়রায়সমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

* *তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত ইউনিসেফ' এর রিপোর্ট [March 21, 2007: Water and Sanitation Project launched to benefit 30 million people across Bangladesh]*

উদ্দেশ্য : এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ নিজ নিজ গ্রামের পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনবিষয়ক চ্যালেঞ্জ সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময় : ২০ মিনিট।

পদ্ধতি : মুক্তচিন্ড়ার ঝড়, দলীয় আলোচনা ও প্রদর্শন।

উপকরণ : পোস্টার, বোর্ড মার্কার, আর্টলাইন মার্কার, সামাজিক মানচিত্র

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ২ খ তৈরি।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় ৪টি ধাপ রয়েছে।

ধাপ ০১ সহায়ক পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন বিষয়ক চ্যালেঞ্জ/বাধাসমূহ কী কী? অংশগ্রহণকারীদের জুটিতে দ্র"ত চিন্ড়া করতে বলবেন এবং দুই মিনিট সময় দেবেন। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারি জুটিকে মাত্র একটি করে ধারণা দিতে বলবেন।

ধাপ ০২ নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর একদিক থেকে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলি এক এক করে বলতে বলবেন এবং সহায়ক প্রতেকের ধারণা বোর্ডে বা পোস্টারে লিখবেন। কারও ধারণা ভুল হলেও তাকে নির"ৎসাহিত করা যাবে না।

ধাপ ০৩ সবার ধারণা নেওয়ার পর সহায়ক প্রত্যেকটি ধারণার বিস্ড়রিত আলোচনা করবেন। যদি সম্ভাব্য কোন ধারণা বাদ যায় সহায়ক তা সংযোজন করবেন।

ধাপ ০৪ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনের চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা শেষে সহায়ক এর গুর"ত্ব অনুধাবন করতে বলবেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করবেন যে, সরকার পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনবিষয়ক চ্যালেঞ্জসমূহ সমাধানে কিছু কৌশল নির্ধারণ করেছেন। এসব কৌশলে কর্মসূচীর সফল বাস্ড়বায়নে গ্রাম ওয়াশ কমিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। অতঃপর সহায়ক চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা শুর" করবেন।

শিখন একক ২.৩ গ্রামের পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনবিষয়ক চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়

উদ্দেশ্য : এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ নিজ নিজ গ্রামের পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন বিষয়ক চ্যালেঞ্জ সমূহ উত্তরণের উপায় বলতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : মুক্তচিন্ড়ার ঝড়, দলীয় আলোচনা ও প্রদর্শন

উপকরণ : পোস্টার, বোর্ড মার্কার ও আর্টলাইন মার্কার।

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ২ গ, গ, ঙ ও চ তৈরি।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় তিনটি ধাপ রয়েছে।

ধাপ ০১ সহায়ক পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনবিষয়ক চ্যালেঞ্জসমূহ সমাধানের উপায়সমূহ কী কী? অংশগ্রহণকারীদের চিন্ড়া করার জন্য দুই মিনিট সময় দেবেন। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে মাত্র একটা করে ধারণা দিতে বলবেন।

ধাপ ০২ নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর একদিক থেকে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা এক এক করে বলতে বলবেন এবং সহায়ক প্রতেকের ধারণা বোর্ডে বা পোস্টারে লিখবেন। কারও ধারণা সঠিক না হলেও তাকে নিরুৎসাহিত করা যাবে না।

ধাপ ০৩ সবার ধারণা নেওয়ার পর সহায়ক প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জ সমাধানের উপায়গুলির বিস্ড়ারিত আলোচনা করবেন এবং প্রত্যেকটি পয়েন্টের বিস্ড়ারিত ব্যাখ্যা দেবেন। ব্যাখ্যা শেষে এই কাজগুলি আমাদের (গ্রাম ওয়াশ কমিটির) দ্বারা সমাধান করা সম্ভব কি না তার প্রতিশ্রুতি নেবেন। পরে লিখিত পোস্টারটি দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবেন এবং প্রশিক্ষকের মতামত সংযোজন করবেন । পরিশেষে বিশে- ষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে পাঠের সমাপ্তি টানবেন।

ধাপ ০৪ অতঃপর সহায়ক ওয়াশ বার্তাসমুহ **(হাত ধোয়ার ৫টি বার্তা, স্যানিটেশনের ৯টি বার্তা ও নিরাপদ পানির ৫টি বার্তা) নিয়ে আলোচনা করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের ওয়াশ বাস্ড়বায়নের উপর মতামত জানবেন। অংশগ্রহণকারীগণ নিজেরা এবং এলাকাবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাসে পরিণত করতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।** পরিশেষে **সহায়ক ১৯টি ওয়াশ বার্তার উপর** বিশে- ষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে পাঠের সমাপ্তি টানবেন।

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য যা অবশ্যই করণীয়ঃ

* *ওয়াটারসিলযুক্ত পায়খানা নিশ্চিত করা*
* *সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ৫ টি বার্তা, স্যানিটেশনের ৯টি বার্তা ও নিরাপদ পানির ৫টি বার্তা অভ্যাসে পরিণত করানো*
* *নলকূপের গোড়া পাকা করানো*
* *এডিপি ২০% স্যানিটেশন খাতের বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা*

সাবান আলির বোধোদয়

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার কদুরখিল গ্রামের মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ সাবান আলী। স্ত্রী ময়লা বানু তিন ছেলে, দুই মেয়ে ও চার নাতি-নাতনি নিয়ে সাবান আলির সুখের সংসার। খেয়েপরে প্রতিবছর কিছু টাকা ব্যাংকে জমা করতে পারেন। দুই মেয়েকে মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়ে পাত্রস্থ করেছেন এবং মেয়েরা স্বামীসন্ড়ন নিয়ে সুখের সংসার করছেন। ছেলেরা ব্যবসার কাজে বাবাকে সময় দিতে গিয়ে তেমন লেখাপড়া করতে পারেনি। বর্তমানে সাবান আলি স্ত্রী ছেলে ও নাতি-নাতনি নিয়ে ১০ জনের যৌথ পরিবারে জীবন যাপন করছেন। বর্তমানে জমিজমা এবং ব্যবসা ছেলেরাই দেখাশোনা করে।

পাশের গ্রামে সাবান আলির আত্মীয়স্বজনরা বেশ প্রভাবশালী। তারা তাদের গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাে জড়িত আছেন। এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাে সরকারি/বেসরকারি কমিটিতে তারা কেউ না কেউ সব সময় জড়িত থাকেন। সাবান আলিও সবসময় তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে থেকে বিভিন্ন সভায় যোগদান করেন। কিন্তু নিজের পরিবার বা গ্রামে কোনটাই কখনও বাস্ড়বায়ন করেন না, ফলে গ্রামে বিভিন্ন সময়ে মহামারী, রোগবালাই লেগেই থাকে। কদুরখিল গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে হাতে-গোনা কয়েকটি, গ্রামবাসী খোলা জায়গায় ময়লা-আবর্জনা ফেলে, নলকূপের স্বল্পতা থাকায় পুকুর ও নদীর পানি রান্নাসহ গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে। গত বছর ডায়রিয়াজনিত রোগে গ্রামের অনেকেই আক্রান্ড় হয় ও দুই একদিনের মধ্যে ৯/১০ জন লোক মারা যায়। এ বছর সাবান আলির পরিবারের সবাই ডায়রিয়ায় আক্রান্ড় হয় ও সাবান আলীর স্ত্রী ময়লা বানু মারা যায়। এতে সাবান আলী পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে বিষয়টি সাবান আলির কর্মচাঞ্চল্য কমে যায় এবং সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ সেই বছর চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার কদুরখিল গ্রামে ডায়রিয়াজনিত মহামারী সৃষ্টির কারণ উদঘাটন করার মাধ্যমে ২০০৬ সালে বোয়ালখালী উপজেলায় ওয়াশ কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করে। ব্র্যাক বোয়ালখালী উপজেলা অফিসের সাপ্তাহিক সভায় উক্ত গ্রামে ওয়াশ কর্মসূচি গ্রহণের প্রাধান্য পায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২/৩ জন ব্র্যাককর্মী উক্ত গ্রামে পরিভ্রমণে যান এবং বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে আলোচনা করেন। উপস্থিত এলাকাবাসীর মতামতের ভিত্তিতে পরদিন জমিলা বিবির বাড়িতে বসার সিদ্ধান্ড় হয়। ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির উদ্যোগে জমিলা বিবির বাড়িতে গ্রামের সকল লোকজন উপস্থিত হয়ে তারা নিজেরাই একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির নাম **"গ্রাম ওয়াশ কমিটি"**।

এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রাম ওয়াশ কমিটির উদ্যোগে একটি সভার আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় অনেকের মধ্যে সাবান আলিও উপস্থিত ছিলেন। গ্রাম ওয়াশ কমিটির সভায় সেদিন কমিটি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ব্র্যাক অফিসের কর্মীগণের সমন্বয়ে স্বাস্থ্যবিধির হাত ধোয়া সম্পর্কে ৫টি মূল বার্তা প্রচার করা হয়। এ ছাড়াও নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার না করার কুফল সর্ম্পকে অনেক কথা জানানো হয়। গ্রাম ওয়াশ কমিটির আলোচনাসভায় এসব স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বার্তা শোনার পর সাবান আলি তার ভুল বুঝতে পারেন। বর্তমানে কদুরখিল গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে ও গ্রামবাসীর সহযোগিতায় সেখানে স্বাস্থ্যকর অবস্থা বিরাজ করছে। গ্রামবাসী এখন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। শিশুর পায়খানা ল্যাট্রিনে ফেলে, ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে এবং গোড়াপাকা নলকূপের পানি রান্নাসহ গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে। বর্তমানে কদুরখিল গ্রামে জনস্বাস্থ্যের সমস্যা নেই বললেই চলে। কিন্তু ততদিনে সাবান আলির প্রিয়তমা স্ত্রী আর দুনিয়াতে নেই।

প্রশ্ন :-

০১. সাবান আলির প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে ?
০২. কদুরখিল গ্রামের ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাবের কারণগুলো কী কী ?
০৩. কদুরখিল গ্রামে ব্র্যাকের গবেষণা কেন হয়েছিল ?
০৪. কদুরখীল গ্রামে বর্তমান অবস্থা কেমন ও কেন ?
০৫. এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় কী ?

(বিঃদ্রঃ উলি-খিত ব্যক্তি ও গ্রামের নাম গ্রাম কাল্পনিক)

কেইস শি২খ
ভিডবি- উসি
২০০৮

জমিলার প্রতিজ্ঞা

যশোর জেলার একটি গ্রাম ফতেপুর। সেখানে প্রায় ৪০০-৫০০ পরিবারের বাস। গ্রামের অবস্থা খুবই খারাপ। অধিকাংশ মানুষ ছিল দিনমজুর। বেশিরভাগ বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ছিল না। এলাকার লোকজন খোলা জায়গায় পায়খানা করত। টিউবওয়েলের স্বল্পতা ছিল এবং বেশির ভাগ টিউবওয়েলের গোড়া ছিল কাঁচা এবং পানি নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। খাবার আগে ও পায়খানা থেকে ফিরে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয় এ বিষয়ে তারা জানত না, ফতেপুর গ্রামবাসী ছিল খুবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

এই গ্রামেই বাস করত জমিলা বেগম। তার ৩ মেয়ে ও ২ ছেলে, স্বামী ভ্যানচালক। দিন আনে দিন খায়, সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী স্বামীকে সাহায্য করার জন্য মাঝে-মধ্যে জমিলা অন্যের বাড়িতে কাজ করে। এভাবে কোন রকমে তাদের সংসার চলে যেত। জমিলার অতি আদরের ছোট ছেলে শাহাজাদার বয়স ৭ বছর। যত কষ্টই হোক জমিলা ছোট ছেলের আবদার পূরণের চেষ্টা করত। একদিন জমিলা কাজ শেষে বাড়ি ফিরে এসে দেখে জমিলার ছোট ছেলে শাহাজাদার ঘনঘন পাতলা পায়খানা হচ্ছে। জমিলা দৌড়ে গিয়ে পাশের বাড়ির সখিনা বুবুর কাছে যায় এবং জিজ্ঞাসা করে সে এখন কী করবে ? সখিনা বুবু তাকে হুজুরের কাছ থেকে পানিপড়া এনে খাওয়ানোর জন্য পরামর্শ দেয়। বুবুর কথা অনুযায়ী জমিলা হুজুরের কাছ থেকে পানিপড়া এনে খাওয়ায়। কিন্তু ছেলের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না, রাত যতই বেশি হয় ছেলের অবস্থা ততই খারাপ হতে থাকে। জমিলা দিশেহারা হয়ে যায় সে এখন কী করবে ? এদিকে শাহাজাদা পানির পিপাসায় অস্থির হয়ে যায় কিন্তু পানি খাওয়ালে পায়খানা বেশী হবে এই ভেবে জমিলা ছেলেকে পানি খেতে দেয় না। মায়ের কাছে যেন রাত শেষ হতেই চায় না। ধীরে ধীরে রাত শেষ হয়ে ভোর হয়। জমিলা ও তার স্বামী ভ্যানে করে ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথিমধ্যে শাহাজাদার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়, বার বার পানি চায়। ছেলে বলে, মা, ঐ ড্রেন থেকে একটু পানি এনে দাও না। কিন্তু পায়খানা বেশি হওয়ার ভয়ে তবু মা ছেলেকে পানি দেয় না।

আইসক্রিমওয়ালাকে ঘন্টা বাজিয়ে আইসক্রিম বিক্রি করতে দেখে শাহাজাদা মাকে বলে, মা, আমাকে একটা আইসক্রিম কিনে দাও না। মা ছেলের হাতে দুটো টাকা দিয়ে বলে, বাবা, পাতলা পায়খানা সেরে গেলে আইসক্রিম কিনে খেয়ো। জমিলা তার স্বামীকে আরও জোরে ভ্যান চালাতে বলে। তাদের কাছে যেন হাসপাতালের রাস্ড়া শেষ হতে চায় না। আস্ড়ে আস্ড়ে শাহাজাদা নিস্ড়েজ হয়ে পড়ে আর কোন কথা বলে না, জমিলার বুক কেঁপে ওঠে। এরই মধ্যে তারা হাসপাতালে চলে আসে। ডাক্তার এসে শাহজাদার হাত ধরে এবং বলেন, আপনারা অনেক দেরি করে ফেলেছেন। জমিলা ও তার স্বামী সজোরে চিৎকার করে ওঠে। তাদের কান্নায় হাসপাতালের প্রতিটা মানুষ থমকে যায়। আকাশবাতাস কেঁদে ওঠে। জমিলা বলে, আমার শাহাজাদা আর নেই-আর নেই। কাকে এই দু'টাকা দিয়ে আমি আইসক্রিম কিনে খাওয়াব। আজও শাহজাদার মা আইসক্রিম খেতে পারে না। শাহজাদার সেই দু'টাকা দেখে আর কাঁদে। ফতেপুর গ্রামে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রাম ওয়াশ কমিটি গঠিত হয়েছে এবং জমিলা বেগম ওয়াশ কমিটির একজন সদস্য। সে প্রতিজ্ঞা করেছে, ঐ গ্রামের আর কোন মাকে সন্ড়ানহারা হতে দেবে না। আর কোন শাহাজাদাকে ডায়রিয়ার কারণে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে দিবে না।

প্রশ্ন :

০১. শাহজাদার ডায়রিয়া কেন হয়েছিল ?
০২. জমিলার ছেলে শাহজাদার মৃত্যুর জন্য দায়ী কে ?
০৩. শাহজাদার মা কেন ছেলেকে পানি খেতে দেয় নি ?
০৪. জমিলা কী প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল ?
০৫. এ ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় কী ?

(বি:দ্রঃ উলি- খিত ব্যক্তি ও গ্রামের নাম গ্রাম কাল্পনিক)

পোষ্টার শি ২ক
ভিডবি- উসি
২০০৮

সোশ্যাল ম্যাপ থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ

০১. গ্রামের প্রায় ৬০% ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মত নয়।
০২. স্-াব-রিং দিয়ে ল্যাট্রিন তৈরি হলেও অধিকাংশ ল্যাট্রিনের ওয়াটারসিল ভাঙা।
০৩. ল্যাট্রিন উপরে পাকা হলেও নিচের অংশ খোলা, যার কারণে খাল বা পুকুরে ময়লা যায়।
০৪. টিউবওয়েলের গোড়া কাঁচা এবং পানির নালা নেই।
০৫. টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষা করা নেই থাকলেও লাল দাগযুক্ত টিউবওয়েলের পানি পানসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছে।
০৬. ল্যাট্রিনের পাশে স্যান্ডেল ও সাবান রাখা নেই।
০৭. বাড়ির আঙিনা অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন।

পোষ্টার শি ২খ
ভিডবি- উসি
২০০৮

গ্রামের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন খাতের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ

০১. ওয়াটসান কমিটি ও তাদের কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করা
০২. ওয়াটারসিলসহ ল্যাট্রিন স্থাপন করা
০৩. আর্সেনিক পরীক্ষা নিশ্চিত করা ও আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার না করা
০৪. সরকারের ১০০% স্যানিটেশন ঘোষণার বাস্ড়বায়নে বাধাসমূহ দুর করা
০৫. স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়াশ বার্তা বাস্ড়বায়ন নিশ্চিত করা
০৬. সরকারি/বেসরকারি সুযোগসুবিধা আদায় করা
০৭. অকেজো ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল মেরামত করা
০৮. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তহবিল সংগ্রহ করা
০৯. এডিপির স্যানিটেশন তহবিল থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা
১০. পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পালন করে কি না তার তদারকি করা

পোষ্টার শি ২গ
ভিডবি- উসি
২০০৮

চ্যালেঞ্জসমূহ সমাধানের সম্ভাব্য উপায়

০১. উদ্যোগী জনগণের মাধ্যমে গ্রামের সকলকে সংগঠিত করা
০২. সমস্যাগুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করা
০৩. সমস্যা সমাধানের জন্য কমিটি করে দায়িত্ব বণ্টন করা
০৪. সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ-সুবিধা সমূহ নিশ্চিত করা
০৫. উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা
০৬. অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনের ক্ষতিকর দিকসমূহ সকলের কাছে তুলে ধরা
০৭. পানিবাহিত রোগ ও আর্সেনিকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা
০৮. কমিটির কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা মনিটরিং ও দেখাশোনা করা
০৯. ওয়াশ বার্তাসমূহ আচরণে পরিণত করা

(হাত ধোয়ার ৫টি বার্তা, স্যানিটেশনের ৯টি বার্তা ও নিরাপদ পানির ৫ টি বার্তা)

পোষ্টার শি ২ঘ
ভিডবি- উসি
২০০৮

ওয়াশ বার্তা
হাত ধোয়ার ৫টি বার্তা

০১. খাবার তৈরির পূর্বে সাবান দিয়ে দুই হাত ভালভাবে ঘষে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
০২. খাবার পরিবেশনের পূর্বে সাবান দিয়ে দুই হাত ভালভাবে ঘষে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে ।
০৩. নিজে খাওয়া ও বাচ্চাকে খাওয়ানোর পূর্বে সাবান দিয়ে দুই হাত ভালভাবে ঘষে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে ।
০৪. নিজে পায়খানা করার পর প্রথমে বাম হাত ভালভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে পরে দুই হাত ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে ।
০৫. শিশুর পায়খানা করার পর মা তাকে শৌচকার্য করিয়ে এবং বাচ্চার পায়খানা ল্যাট্রিনে ফেলার পর প্রথমে বাম হাত ভালভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে পরে দুই হাত ভালভাবে ঘষে ধুয়ে নিতে হবে ।

পোষ্টার শি ২৬
ভিডবি- উসি
২০০৮

ওয়াশ বার্তা

স্যানিটেশনের ৯টি বার্তা

০১. পায়খানা করার পূর্বে ল্যাট্রিনের প্যানে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে।
০২. ল্যাট্রিন পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
০৩. ল্যাট্রিনের মধ্যে অথবা ল্যাট্রিনের পাশে সাবান রাখতে হবে।
০৪. ল্যাট্রিনের মধ্যে অথবা ল্যাট্রিনের পাশে পর্যাপ্ত পানি রাখতে হবে এবং ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ঢালতে হবে।
০৫. ল্যাট্রিনে যাওয়ার সময় নির্দ্দিষ্ট স্যান্ডেল পরে যেতে হবে।
০৬. ডান হাতে বদনা নিয়ে যেতে এবং নিয়ে আসতে হবে।
০৭. ল্যাট্রিন থেকে ফেরার পর সাবান দিয়ে দুই হাত ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
০৮. পরিবারের ছোটবড় সকলকেই স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে হবে।
০৯. শিশুদের মল ল্যাট্রিনে ফেলতে হবে এবং পানি ঢেলে পরিষ্কার করতে হবে।

স্যানিটেশন সংক্রান্ড় ২ টি করণীয়

০১. রক্ষণাবেক্ষণ
০২. পায়খানা ভরে গেলে করণীয়

পোষ্টার শি ২চ
ভিডবি- উসি
২০০৮

ওয়াশ বার্তা

নিরাপদ পানির ৫টি বার্তা

১. খাওয়া ও রান্নার কাজে সবুজমুখো আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার কর"ন।
২. পরিষ্কার পাত্রে পানি সংগ্রহ কর"ন।
৩. পানি বহন করার সময় পাত্রের মুখ পরিষ্কার পাত্র দিয়ে ঢেকে নিয়ে যেতে হবে।
৪. যে পাত্রে পানি সংরক্ষণ করবেন, সে পাত্রটি হতে হবে পরিষ্কার, মুখঢাকা এবং পাত্রটি একটু উচুঁ জায়গায় রাখতে হবে।
৫. কোন পাত্র ভেতরে না চুবিয়ে পানি ঢেলে নিয়ে ব্যবহার ও পরিবেশন করতে হবে।

এছাড়া বাড়ির আঙিনা পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখা এবং নির্দিষ্ট গর্তে ময়লাআবর্জনা ফেলা।

শিখন একক ৩ ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির উৎপত্তি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা

শিখন একক ৩.১ ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি প্রেক্ষাপট

সহায়কের নোট

পূর্ববর্তী সেশনে স্যানিটেশন খাতের সমস্যাসমূহ, চ্যালেঞ্জসমূহ এবং চ্যালেঞ্জ উত্তরণের উপায়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সমস্যা দূরীকরণে সরকার, ব্র্যাক ও অন্য অনেক এনজিও কাজ করে চলেছে। এই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারিগণ পানি ও স্যানিটেশন সমস্যার সঙ্গে অনেকটা পরিচিত। এই সেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ সমস্যা সমাধানে সরকার কীভাবে সাড়া প্রদান করছে এবং ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির সূচনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির **প্রেক্ষাপট** ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : বড়দলীয় আলোচনা

উপকরণ : পোস্টার, মার্কার

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় দুইটি ধাপ ।

ধাপ ১ প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। তাদের ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে তথ্য পত্র শি ৩ক এর আলোকে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেবেন।

ধাপ ২ বিস্তারিত আলোচনা শেষে কোন প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে বলবেন এবং উক্ত প্রশ্নের তথ্য পত্র শি ৩ক এর আলোকে যথাযথ উত্তর দেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানবেন।

শিখন একক ৩.২ ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সহায়কের নোট

সহায়ক কর্মসূচির উদ্দেশ্য আলোচনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করবেন

- উন্নতমানের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন চর্চা এবং আচরণসমূহ
- কর্মসূচির ভৌগোলিক এলাকা
- লক্ষ্যমাত্রা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।

গময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : বড়দলীয় আলোচনা

উপকরণ : পোস্টার, মার্কার

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ৩ ক ও খ তৈরি

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় দুটি ধাপ রয়েছে।

ধাপ ১ সহায়ক অংশগ্রহণকারিদের অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। এরপর সহায়ক পোষ্টার শি ৩ক ও খ-এর অনুসরণে কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ ২ সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন যে, এ অধিবেশনের কোন আলোচনা বুঝতে তাদের সমস্যা রয়েছে কি না। যদি অংশগ্রহণকারীদের কোন সমস্যা কিংবা জিজ্ঞাসা থাকে, তাহলে সহায়ক তথ্য পত্র শি ৩খ এর আলোকে তার উত্তর, দেবেন। সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সহায়ক অধিবেশন শেষ করবেন।

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য যা অবশ্যই করণীয়ঃ

- **ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির পটভুমি জেনে কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা আনয়ন করা**
- **নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনসেবা সম্পর্কে সঠিক ধারণা গ্রহণ করা**

ওয়াশ কর্মসূচি

ব্র্যাক একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে মাবকল্যাণের জন্য ১৯৭২ সাল থেকে কাজ করে আসছে। এর আলোকে ১৯৮০ দশকে OTEP কর্মসুচির মাধ্যমে সারা দেশে প্রতিটি পরিবারে ডায়রিয়ার সহজ চিকিৎসা ঘরে বসে লবণ, গুড়, পানিমিশ্রিত স্যালাইন তৈরির বার্তা প্রদান করা হয়। সেসময় ডায়রিয়া প্রতিরোধের জন্য নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিষয়ে গুর"ত্বারোপ করা হয়।

পরবর্তী সময়ে ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির CSP, PHC এবং EHC-র কম্পোনেন্ট হিসাবে WATSAN এর সঙ্গে কাজ করে, এর পরবর্তী সময়ে ৮৪১টি VSC-র মাধ্যমে প্রায় ২.৪ মিলিয়ন স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। এর আওতায় ৯২টি ইউনিয়ন, ১টি উপজেলা ও ১টি জেলায় ১০০% স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করা হয়। প্রতিটি গ্রাম সংগঠনে স্বাস্থ্যবিধির বার্তাসমূহ প্রচার করা হয়। ১৯৯৮ সালে ইউনিসেফএর সহায়তায় আর্সেনিক মিটিগেশন কর্মসূচি শুর" হয়। উক্ত কর্মসূচি ব্র্যাক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ যৌথভাবে ৫টি উপজেলায় পল-ী অঞ্চলে পাইপ লাইন ও বিভিন্ন বিকল্প পানি উৎসের প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ কর্মসূচি শুর" করে যা এখনো অব্যাহত আছে। এ ছাড়া ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি 'ব্যক্তিস্বাস্থ্য' বিষয়টিকে পাঠ্যসূচিতে অ"র্ভুক্ত করে । পাশাপাশি ১ লক্ষ ৩৭ হাজার নলকুপের পানির আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করা হয় ।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা)* অর্জনের অঙ্গীকারকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের মধ্যে ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করে। গবেষণালব্ধ ফলাফল ও অভিজ্ঞতার আলোকে ২০০৬ সালের মে মাস থেকে ওয়াটার স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচী হাতে নেয়। ওয়াশ কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা অপরিহার্য। তাই জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিগ্রামে একটি ওয়াশ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এবং নিজেরাই সমাধানের উপায় বের করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বর্তমানে এই কর্মসূচি বাংলাদেশের মোট ১৫০টি উপজেলায় বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে । এর আওতায় ৩৭.৫ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনসেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।

**সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা: ২০০০ সালে ১৮৯টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ২০১৫ সাল নাগাদ বিশ্বের উন্নয়নের জন্য ৮টি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ৎ নির্ধারণ করেছেন। ক্ষেত্রসমূহ হচেছ : দারিদ্র্য, শিক্ষা, জেন্ডার, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ, পরিবেশ এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।*

ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য :

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, নিরাপদ পানি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতাবিষয়ক MDG-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের সকল শ্রেণির বিশেষ করে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সহায়তার মাধ্যমে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ওয়াশ কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

- বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে টেকসই ও সমন্বিত ওয়াশ সেবা প্রদান।
- জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদ হাইজিন অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে খোলা ল্যাট্রিন, দূষিত পানি ও মানুষের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসজনিত দূষণচক্র ভেঙে ফেলা।
- ওয়াশ সেবাসমূহের প্রসার ঘটানো এবং স্থায়িত্বকরণ নিশ্চিত করা।

ওয়াশ কর্মসূচির কার্যক্রম:

০১. পিআরএ-এর মাধ্যমে গ্রামীণ স্যানিটেশনের অবস্থা জানা ও ম্যাপিং
০২. ওয়াশ কমিটি গঠন
০৩. একক ও দলীয় পর্যায়ে হাইজিন প্রমোশন
০৪. গ্রামীণ স্যানিটেশন উৎপাদন কেন্দ্র সংগঠনে আর্থিক সহায়তা প্রদান
০৫. গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ
০৬. সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থাপনায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান
০৭. স্কুল হাইজিন প্রমোশনে ছাত্র/ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ
০৮. কমিউনিটি হাইজিন
০৯. সোশ্যাল মবিলাইজেশন
১০. অংশীদারিত্ব পাবলিক/প্রাইভেট পার্টনারশিপ গড়ে তোলা

পোষ্টার শি ৩ ক
ভিডবি- উসি
২০০৮

ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য

গ্রামীণ জনপদে রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা।

ওয়াশ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

(1) সবার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন এর ব্যবস্থা করা।

(2) নিরাপদ পানি সকল কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(3) সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গঠন।

ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির উপাদান

০১. নিরাপদ পানি
০২. স্যানিটেশন
০৩. হাইজিন বা স্বাস্থ্যবিধি

পোষ্টার শি৩ খ
ভিডবি- উসি
২০০৮

ওয়াশ কর্মসূচির কার্যক্রম

০১. উদ্বুদ্ধকরণ
-- সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বার্তা।
-- স্যানিটেশন বার্তা।
-- পানি সম্পর্কিত বার্তা।
০২. স্বাস্থ্য অভ্যাস গড়ে তোলা।
০৩. গ্রামীণ স্যানিটেশন উৎপাদন কেন্দ্রের গুণগত উৎপাদন বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন নিশ্চিত করা।
০৪. ভৌগলিক বিবেচনায় পানি সমস্যা দূর করা এবং নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা।
০৫. স্কুল হাইজিন প্রমোশনে ছাত্র/ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ {(১) ল্যাট্রিন, ২) ক্লাশ র"ম ও ৩) স্কুলের আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা)]।
০৬. কমিউনিটি (হাট-বাজার) স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।
০৭. অংশীদারিত্বমূলক পাবলিক/ প্রাইভেট পার্টনারশীপ গড়ে তোলা ।
০৮. কমিউনিটি মোবিলাইজেশন এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি। (উদাহরণ স্বরূপ খুতবা গাইডের উলে- খ করা কর"ন)।

শিখন একক ৪ গ্রাম ওয়াশ কমিটি

শিখন একক ৪.১ গ্রাম ওয়াশ কমিটি ও তার দায়িত্ব-কর্তব্য

সহায়কের নোট
ওয়াশ কর্মসূচি মূলত গ্রামনির্ভর কর্মসূচি। তাই এর সফল বাস্ড়বায়নের জন্য ও কাঠামোগত উন্নয়ন করার লক্ষ্যে গ্রাম ওয়াশ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে নিজেরাই নিজেদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। তাই গ্রামের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন পরিস্থিতি উন্নয়নে গ্রাম ওয়াশ কমিটির ভূমিকা অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ গ্রাম ওয়াশ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য বলতে পারবেন

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা ও আলোচনা

উপকরণ : পোস্টার, বোর্ড মার্কার, পোস্টার মার্কার ওএইচপি শিট ও প্রোজেক্টও

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ৪ ক তৈরি।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ রয়েছে।

ধাপ ১ সহায়ক অংশগ্রহণকারী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানাবেন।

ধাপ ২ সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন যে, আপনারা গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্য হিসেবে গ্রামে কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন? তা বড়দলে আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা গ্রাম ওয়াশ কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে মৌখিকভাবে তাদের ধারণা বলবেন এবং সহায়ক তা বোর্ডে লিখবেন।

ধাপ ৩ অতঃপর 'সহায়কের নোট' অনুসরণ করে সহায়ক গ্রাম ওয়াশ কমিটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা, গঠন কাঠামো, কার্যক্রম এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পোস্টার/ওএইচপি প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য যা অবশ্যই করণীয়ঃ

০১. পরিবারের সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত করা ।

০২. পরিবারের সকলের জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা ।

০৩. পরিবারের সকলের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করা ।

শিখন একক ৪.২ গ্রাম ওয়াশ কমিটির মিটিং আয়োজন ও পরিচালনা

সহায়কের নোট

একটি নিদির্ষ্ট সময়সীমার মধ্যে গ্রামের সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কাঠামোগতভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। গ্রাম ওয়াশ কমিটি বিভিন্ন মিটিং-এর মাধ্যমেই গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারে অর্থাৎ সমন্বিত পরিকল্পনাকে বাস্ড়ব রূপ দিতে পারে। তাই এই সেশনের মাধ্যমে গ্রাম ওয়াশ কমিটির প্রতিনিধিদের মিটিং আয়োজন ও পরিচালনার কৌশল এবং গুর"ত্ব কী তা জানানো হয়।

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ মিটিং আয়োজন ও পরিচালনার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : বড়দলীয় আলোচনা ও প্রদর্শন

উপকরণ : পোস্টার, মার্কার, ওএইচপি শিট ও প্রজেক্টর

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি৪ খ, ও গ তৈরি

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়াটির ৩ টি ধাপ রয়েছে

ধাপ ১ সহায়ক অংশগ্রহণকারী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গ্রাম ওয়াশ কমিটির মিটিং কীভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করেন তা জানতে চাইবেন। এক এক করে ২/৪ জনের মতামত শুনবেন।

ধাপ ২ সহায়ক কার্যকরভাবে একটি গ্রাম ওয়াশ কমিটির মিটিং কীভাবে আয়োজন ও পরিচালিত হয় তার নিয়ম বা ধাপ (**হ্যান্ডআউটে ধাপ লিখা আছে**) লিখিত পোস্টার উপস্থাপন করে আলোচনা করবেন।

ধাপ ৩ অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজনকে দিয়ে একটি মিটিং উপস্থাপন করে দেখাতে বলবেন। মিটিং উপস্থাপন শেষে সকলের মতামত নেবেন এবং সহায়ক কার্যকর মিটিং পরিচালনার নিয়ম ও গুর"ত্ব বিশে- ষণ করে পাঠের সমাপ্তি টানবেন।

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য যা অবশ্যই করণীয়ঃ

- **সুষ্ঠু মিটিং পরিচালনার মাধ্যমে গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্ড়বায়ন করা।**
- **নিয়মিত মিটিং পরিচালনা করা ।**

তথ্যপত্র শি৪ ক
(সহায়কের জন্য)
ভিডবি- উসি
২০০৮

গ্রাম নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন কমিটি

ব্র্যাক সম্প্রতি গ্রহণ করেছে ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচি। ওয়াশ কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা অপরিহার্য। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এ ধরনের কর্মসূচি বাস্ড়-বায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে পৃথক পৃথক কমিটি বা টাস্ক ফোর্স থাকলেও গ্রাম পর্যায়ে যথাযথ সাংগঠনিক অবকাঠামো নেই। কর্মসূচির ফলপ্রসূ বাস্ড়বায়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কমিটি গঠনের মাধ্যমে একটি সাংগঠনিক অবকাঠামো তৈরি করা হয় ।

গ্রাম ওয়াশ কমিটির লক্ষ্য

গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নে সর্বস্ড়রের জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি উন্নয়ন অবকাঠামো তৈরি করা যাতে কর্মসূচির স্থায়িত্ব বিধান করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হয়।

গ্রাম ওয়াশ কমিটির উদ্দেশ্য

গ্রামের সকল স্ড়রের মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, সকল কাজে নিরাপদ পানির ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রাম ও পাড়াভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ।
- নিজস্ব তহবিল গঠন করে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারকে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনয়ন।
- মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কর্মসূচি উন্নয়ন ।
- কর্মসূচির ফলপ্রসূ বাস্ড়বায়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে স্থায়িত্বশীল সাংগঠনিক অবকাঠামো তৈরি ।
-

গ্রাম ওয়াশ কমিটির কাছ থেকে প্রত্যাশা:

ওয়াশ কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে এই কমিটি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে....

- বাস্ড়বসম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে সমন্বয়সাধন।
- স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ করে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান ।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রতি সর্বাধিক গুর"ত্ব দিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ।
- প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও তার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ।
- নিরাপদ পানি প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ।
- কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রাম ওয়াশ কমিটির হাতে ন্যস্ড়করণ।

গ্রাম ওয়াশ কমিটির গঠনকাঠামো

গ্রাম ওয়াশ কমিটি সাধারণত ১১ সদস্য (৬ জন মহিলা ও ৫জন পুর"ষ) নিয়ে গঠন করা হয়।

গণ্যমান্য/নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (শিক্ষক অগ্রাধিকার)	০১জন	সভাপতি
শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা)	০১ জন	সদস্য
মসজিদের ইমাম/ ধর্মীয় নেতা	০১জন	কোষাধ্যক্ষ
গ্রাম ডাক্তার / ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিনিধি	০১জন	সদস্য
স্থানীয় এনজিও/ সিবিও (ক্লাব/সমিতি)প্রতিনিধি	০১জন	সদস্য
ভিডিপি (মহিলা) সদস্য	০১জন	সদস্য
কিশোরী প্রতিনিধি	০১জন	সদস্য
স্বাস্থ্যসেবিকা	০১ জন	সদস্য
অতিদরিদ্র / ভিজিডি কার্ডধারী মহিলা	০১জন	সদস্য
পল-ীসমাজের সদস্যা/ ব্র্যাক ভিও প্রতিনিধি	০১জন	সদস্য
যুব (মহিলা) প্রতিনিধি	০১জন	সদস্যসচিব
মোট	**১১ জন**	

- *এয়াড়া সংশি-ষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য, ওয়ার্ডের সদস্য ও ইউনিয়নের ব্র্যাক ওয়াশ কর্মী কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। যদি উক্ত শ্রেণীর লোক না পাওয়া যায় তাহলে গণ্যমান্য ব্যক্তিকে উপদেষ্টা করা যাবে।*
- *রাজনৈতিক কর্মকা"ে জড়িত ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য করা যাবে না। তবে উপদেষ্টা করা যাবে।*

গ্রাম ওয়াশ কমিটির কার্যক্রম

একটি নির্দিষ্ট গ্রামের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল শক্তি ও মাধ্যম হিসেবে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে এই কমিটি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ ও উদ্যোগ নিতে পারে :

* **স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি :**

  বাড়ি পরিদর্শন, মসজিদ/ অন্যান্য ধর্মীয়,সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনার মাধ্যমে গ্রামের জনগণকে স্বাস্থ্যসচেতন করা।

* **জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন :**

  নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রামের প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

* **স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা :**

  গ্রামের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ওয়াশ কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতন করা এবং স্কুলের টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

* **আর্সেনিক সমস্যা নিরসন :**

  আর্সেনিক সমস্যা নিরসনের জন্য গ্রামের বর্তমান টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষা অথবা পুনঃপরীক্ষা, নতুন স্থাপনকৃত টিউবওয়েল পরীক্ষা করা এবং বিকল্প প্রযুক্তি স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

* **নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :**

  গৃহস্থালীর পচনশীল বর্জ্য, টিউবওয়েলের পানি এবং গ্রামের অন্যান্য বর্জ্য পদার্থের (পুকুর-ডোবা-খালের ময়লা পানি ও আবর্জনা) সুষ্ঠু নিষ্কাশন/ অপসারণের জন্য গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধকরণ।

* **তহবিল গঠন :**

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য নিজস্ব তহবিল গঠন।

* **মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ :**

গ্রামের স্থায়ী সম্পদসমূহের (ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল প্রভৃতি) সুষ্ঠু পরিচালনা মেরামত ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

* **মনিটরিং :**

গ্রামে স্থাপিত ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ অন্য ওয়াটসান হার্ডওয়্যার/ উপকরণসমূহের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার বিষয়টি মনিটরিং করা।

গ্রাম ওয়াশ কমিটি হিসাবে সদস্যদের সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

০১. **পরিকল্পনা :** গ্রাম ও পাড়াভিত্তিক বাৎসরিক / দ্বিমাসিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা

০২. তহবিল সংগ্রহ করা :

- কর্ম পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা
- গ্রামের সচ্ছল ও বিত্তবানদের কাছ থেকে এককালীন চাঁদা, অনুদান সংগ্রহ, কোরবানীর চামড়া, মৌসুমি ধান / ফসল প্রভৃতি গ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল গঠন করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) স্যানিটেশন তহবিল থেকে গ্রামের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

০৩. বাস্ড়বায়নে সহায়তা করা :

- স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সম্পৃক্ত করে স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে সচেষ্ট করা।
- গৃহস্থালীর বর্জ্য ও পচনশীল (রান্নাঘরের) বর্জ্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে গর্তে ফেলা নিশ্চিত করা।
- গৃহস্থালীর বর্জ্য পানি ও টিউবওয়েলের গোড়া পাকাকরণ এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- প্রতি বছর টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষা নিশ্চিত করা
- ল্যাট্রিন ও বর্জ্য ফেলার গর্ত ভরাট হয়ে গেলে তা মাটিচাপা দিয়ে নতুন গর্ত তৈরির জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা ওয়াটসান কমিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে সচেষ্ট হওয়া।
- গ্রামের সকলের বাড়িতে ল্যাট্রিন স্থাপন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।

০৪. লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মনিটরিং :

- কার্যক্রম মনিটরিং-এ ছাত্রছাত্রী ও সংগঠিত গ্র“পের মহিলাদের নিয়ে পৃথক পৃথক মনিটরিং দল গঠন করা।
- মনিটরিং দলের কার্যক্রম ফলোআপ করা ।

০৫. সভা করা :

- কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা ।
- কমিটির সভায় কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রয়োজনবোধে গ্রামের নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করা।

০৬. ওয়াটসান-সহ অন্যান্য স্যানিটেশন ফোরামে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করা :

- ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে প্রতি বছর জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন করা।
- স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও মহিলা-পুর"ষ উপস্থিত করা।
- জনগণের স্বাস্থ্যাভ্যাস পরিবর্তনের জন্য স্বাস্থ্যফোরাম বা জারিগানের আসর/ গণনাটক/ফিল্ম শো / ভিডিও শোর আয়োজনে সহায়তা করা।
- এলাকার গ্রামডাক্তার,স্বাস্থ্যকর্মী এবং সামাজিক কর্মকা" নিয়োজিত সকলকে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।

হ্যান্ড আউট শি৪ ক
ভিডবি- উসি
২০০৮

গ্রাম ওয়াশ কমিটির প্রেক্ষাপট, কাঠামো ও কার্যাবলি

বাংলাদেশের পানি পরিস্থিতি :

- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭৪% পানীয় জল হিসেবে আর্সেনিক দূষণমুক্ত নিরাপদ পানি ব্যবহার করছে।
- ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি হেতু প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ (মোট জনসংখ্যার ২৬%) ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপন করছে।
- গ্রীষ্মকালে ভূগর্ভস্থ পানির নিম্নগামিতায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ টিউবওয়েলের পানি ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

বাংলাদেশের স্যানিটেশন পরিস্থিতি :

বাংলাদেশের স্যানিটেশনের অবস্থা অত্যন্ড় নাজুক। ২০০৩ সালের জরিপ অনুযায়ী দেখা যায় যে, মাত্র ৩৩% ভাগ পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। ২৫% ভাগ পরিবার অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করে। ৪২% পরিবার কোন ধরনের পায়খানাই ব্যবহার করে না।

তা ছাড়া এদেশের গ্রাম অঞ্চলের ৭১% এবং শহর অঞ্চলের ৪০% মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে।

বাংলাদেশে হাইজিন পরিস্থিতি :

- পায়খানা থেকে ফিরে পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধোয় শতকরা ১৯.৪০ ভাগ মানুষ।
- ছাই দিয়ে হাত ধোয় শতকরা ২০ ভাগ মানুষ।
- পানি ও মাটি দিয়ে হাত ধোয় শতকরা ৪০.৬ ভাগ মানুষ।
- শুধু পানি দিয়ে হাত ধোয় শতকরা ২০ ভাগ মানুষ।

স্যানিটেশনের ধারণা :

স্যানিটেশন বলতে বোঝায়:

- মানুষ ও পশুপাখির মলমূত্র এবং গৃহস্থালীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
- নিরাপদ পানির ব্যবহার ও নিষ্কাশনব্যবস্থা।
- ওয়াটারসিলযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ব্যবস্থাপনা।
- উন্নত স্বাস্থ্য অভ্যাস চর্চা করা।

উন্নত স্যানিটেশনের গুর"ত্ব

উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকলে পানি ও মলবাহিত রোগ যেমন- ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, জন্ডিস, টাইফয়েড, কৃমি, পোলিও এবং চর্মরোগে আক্রান্ড় হয়। রোগাক্রান্ড় হলে মানুষ শারীরিকভাবে দুর্বল হয়। ডাক্তারের নিকট যেতে হয়। যাতায়াত ও ওষুধসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বেড়ে যায়। এদেশের অনেক গরিব মানুষের পক্ষে এ ধরনের বাড়তি খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক ধরনের রোগব্যাধি নিয়েই তারা জীবনযাপন করে। এক সময় তা মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং পরিণতি হয় ভয়াবহ। একটি গরিব পরিবারের উপার্জনক্ষম কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে তার

কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। দৈনন্দিন আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। তখন সংসারের খাবার খরচসহ অন্যান্য ব্যয় মেটানোর জন্য স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করতে হয়। অনেক সময় জমি বিক্রি করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার না করলে পরিবেশেও বিরূপ প্রভাব পড়ে। মানুষ বনজঙ্গল, রাস্তাঘাট বা আবাদযোগ্য জমিতে মলত্যাগ করে। এগুলো বৃষ্টির পানির সাঙ্গে মিশে জলাশয়গুলো দূষিত হয়। রাস্তাঘাটে স্বাভাবিক চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে। মশামাছি ও কীটপতঙ্গের উপস্থিতি বেড়ে যায়। পরিবেশ হয় অত্যন্ত নাজুক ও বিপর্যস্ত।

ওয়াশ কর্মসূচির প্রেক্ষাপট :

জীবনের অস্তিত্বের জন্য সুন্দর স্বাস্থ্য অপরিহার্য। দূষিত পানি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের ফলে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫০ লক্ষ লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। খাবার পানিতে আর্সেনিক দূষণ, নিম্মানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি চর্চার অভাবে যে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২০০০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য[১] বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে শিশুমৃত্যুহার রোধ, পরিবেশের ক্ষয়রোধ এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের মধ্যে শতভাগ স্যানিটেশন বাস্তবায়ন করতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ ধরনের বিশাল কাজ সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন উন্নয়ন সহযোগীদের অংশীদারিত্ব।

ব্র্যাক বিশ্বের একটি বৃহত্তম উন্নয়ন সংগঠন। ১৯৭২ সাল থেকে এই সংস্থা দেশের উন্নয়নের জন্য নানামুখী কাজ করে আসছে। ব্র্যাক আশির দশকে সারাদেশব্যাপী ১ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবারে ডায়রিয়ার সহজ চিকিৎসা লবণগুড়ের স্যালাইন তৈরি শিক্ষা দেয়। এটি ছিল সমসাময়িককালের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে শিশুমৃত্যুহার রোধ এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ২০০৬ সালের মে মাস থেকে ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৫০টি উপজেলায় ২০১১ সালের মধ্যে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সেবা নিশ্চিত করা হবে।

ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য :

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, নিরাপদ পানি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতাবিষয়ক MDG-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের সকল শ্রেণির বিশেষ করে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সহায়তার মাধ্যমে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ওয়াশ কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

- বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে টেকসই ও সমন্বিত ওয়াশ সেবা প্রদান।
- জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদ হাইজিন অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে খোলা ল্যাট্রিন, দূষিত পানি ও মানুষের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসজনিত দূষণচক্র ভেঙে ফেলা।
- ওয়াশ সেবাসমূহের প্রসার ঘটানো এবং স্থায়িত্বকরণ নিশ্চিত করা।

[১] সহস্রাব্দ **লক্ষ্য :** ২০০০ সালে ১৮৯টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ২০১৫ সাল নাগাদ বিশ্বের উন্নয়নের জন্য ৮টি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছেন। ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে: দারিদ্র্য, শিক্ষা, জেন্ডার, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ, পরিবেশ এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।

ওয়াশ কর্মসূচির কার্যক্রম :

০১. পিআরএ-এর মাধ্যমে গ্রামীণ স্যানিটেশনের অবস্থা জানা ও ম্যাপিং
০২. ওয়াশ কমিটি গঠন
০৩. একক ও দলীয় পর্যায়ে হাইজিন প্রমোশন
০৪. গ্রামীণ স্যানিটেশন উৎপাদন কেন্দ্র সংগঠনে আর্থিক সহায়তা প্রদান
০৫. গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ
০৬. সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থাপনায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান
০৭. স্কুল হাইজিন প্রমোশনে ছাত্র/ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ
০৮. কমিউনিটি হাইজিন
০৯. সোশ্যাল মবিলাইজেশন
১০. অংশীদারিত্ব পাবলিক/প্রাইভেট পার্টনারশিপ গড়ে তোলা

গ্রাম ওয়াশ কমিটি :

কর্মসূচির সফল বাস্ড়বায়নের জন্য প্রয়োজন জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। জনগণের সহযোগিতা ছাড়া সরকার কিংবা কোন সংগঠনের একক প্রচেষ্টায় কোন কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন একেবারেই অসম্ভব। বিশেষ করে ওয়াশের মতো একটি অতি গুর"ত্বপূর্ণ কার্যক্রম সফল করতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

গ্রামে নানা ধরনের সমস্যা বিরাজমান। বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্যানিটেশন নিরাপদ পানি এবং অনুন্নত স্বাস্থ্যবিধি খুবই প্রকট। গ্রামের এ সমস্যাগুলো নিরসন করে একটি স্থায়িত্বশীল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন একটি সাংগঠনিক কাঠামো। যেখানে গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোক একত্র হয়ে তাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারবে এবং সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিতে পারবে। সরকারের দেওয়া বিভিন্ন অনুদান আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে। উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিত করে কাজে লাগাতে পারবে। গ্রামের অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারগুলোকে সহায়তা করতে পারবে।

গ্রাম ওয়াশ কমিটির কাঠামো :

গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যসংখ্যা হবে **১১** জন। এর মধ্যে ৫ জন পুর"ষ ও ৬ জন মহিলা। কমিটিতে গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

○	গণ্যমান্য/নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (শিক্ষক অগ্রাধিকার)।	১	জন সভাপতি
○	শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা)	১	জন সদস্য
○	মসজিদের ইমাম/ধর্মীয় নেতা	১	জন কোষাধক্ষ্য
○	গ্রাম ডাক্তার/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিনিধি	১	জন সদস্য
○	স্থানীয় এনজিও/সিবিও (ক্লাব/সমিতি) প্রতিনিধি	১	জন সদস্য
○	ভিডিপি (মহিলা সদস্য)	১	জন সদস্য
○	কিশোরী প্রতিনিধি	১	জন সদস্য
○	স্বাস্থ্যসেবিকা	১	জন সদস্য
○	অতিদরিদ্র/ভিজিডি কার্ডধারী মহিলা	১	জন সদস্য
○	পল-ীসমাজের সদস্য/ব্র্যাক ভিও প্রতিনিধি	১	জন সদস্য
○	যুব (মহিলা) প্রতিনিধি	১	জন সদস্যসচিব
	মোট	১১	জন সদস্য

সংশি- ষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য, ওয়ার্ডের সদস্য ও ইউনিয়নের ব্র্যাক ওয়াশ কর্মী কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। যদি উক্ত শ্রেণির লোক না পাওয়া যায় তাহলে গণ্যমান্য ব্যক্তিকে উপদেষ্টা করা যাবে। রাজনৈতিক কর্মকা" জড়িত ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য করা যাবে না। তবে উপদেষ্টা করা যাবে।

গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের কাজ :

- কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- তহবিল সংগ্রহ ও সম্পদ আহরণের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা।
- নিয়মিত মিটিং করা।
- গ্রামে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করা।
- জনগণের স্বাস্থ্যাভ্যাস পরিবর্তনে গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রত্যেক সদস্যের বাড়িকে একটি আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলা। সেখানে ওয়াটারসিলযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। পায়খানায় পর্যাপ্ত পানি, সাবান ও স্যান্ডেল থাকবে। নিরাপদ পানির ব্যবস্থা থাকবে এবং তার উৎস, যেমন নলকূপের গোড়া পাকা ও পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজের ব্যবস্থা থাকবে। বাড়ির পাশে গর্ত থাকবে, যেখানে বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলা হবে।

পোষ্টার শি৪ ক
ভিডবি- উসি
২০০৮

গ্রাম ওয়াশ কমিটির কার্যক্রম

* স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি
* স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা
* আর্সেনিক সমস্যা নিরসন
* নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
* তহবিল গঠন
* মনিটরিং

পোষ্টার শি৪ খ
ভিডবি- উসি
২০০৮

গ্রাম ওয়াশ কমিটি হিসাবে সদস্যদের সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

০১. পরিকল্পনা
০২. তহবিল সংগ্রহ করা
০৩. বাস্ড়বায়নে সহায়তা করা
০৪. লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মনিটরিং
০৫. সভা করা
০৬. ওয়াটসানসহ অন্যান্য স্যানিটেশন ফোরামে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করা

তথ্যপত্র শি৪ খ
সহায়কের জন্য
ভিডবি- উসি
২০০৮

একটি কার্যকর সভা পরিচালনা

সভা

কোন পূর্বনির্ধারিত বিষয় নিয়ে দুই বা ততোধিক লোকের আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক ভাবে একত্র হয়ে আলোচনার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে সভা বলে।

সভার উদ্দেশ্য

- তথ্যের আদান-প্রদান ও মূল্যায়ন
- সমস্যা নিয়ে আলোচনা
- দলীয়ভাবে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের উপায়
- দ্বন্দ্ব নিরসন
- জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
- উদ্বুদ্ধকরণ
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ
- পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
- দায়িত্ব বণ্টন
- দলীয় কাজের পরিবেশ সৃষ্টি

সভা পরিচালনার ধাপসমুহ

০১. সভাপতির আসন গ্রহণ
০২. কুশল বিনিময় ও অনুপস্থিত সদস্যদের খোঁজখবর নেওয়া
০৩. বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করা ।
০৪. পূর্ববর্তী সভার রেজুলেশন অনুমোদন
০৫. উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা।
০৬. পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে সকলকে অবগত করা
০৭. বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা
০৮. পারস্পরিক আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা
০৯. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।
১০. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ
১১. সভার সারাংশ ব্যাখ্যা করা
১২. রেজিস্টার খাতায় রেজুলেশন লেখা
১৩. পরবর্তী সভার দিন, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ এবং সম্মতি গ্রহণ
১৪. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা

সভা পরিচালনায় করণীয়

সভা পরিচালনার পূর্বে করণীয়

অংশগ্রহণকারীদের পূর্বেই জানানো
তথ্য সংগ্রহ এবং সবার সামনে তুলে ধরার উপযোগী করা
ভৌত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ
সভার স্থান, তারিখ এবং সময় নির্ধারণ
উপকরণাদি প্রস্তুতকরণ

সভা পরিচালনাকালীন সময় করণীয়

যথাসময়ে সভা শুর" করা
অংশগ্রহণকারীদেরকে সভায়
যথাসময় উপস্থিতি নিশ্চিত করা
ধাপ অনুযায়ী সভা পরিচালনা করা।
রেজুলেশন লেখা।

সভার পরে করণীয়

এ পযার্য়ে প্রতিশ্র"তিগুলো মাঠ পর্যায়ে অনুসরণ করা
বিশেষ ক্ষেত্রে Re-inforce করা
প্রতিশ্র"তি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রশংসা করা
পরবর্তী সভার জন্য যোগাযোগ করা।

গ্রাম ওয়াশ কমিটির সভা পরিচালনায় করণীয়

- ওরিয়েন্টেশনের দিনেই কমিটি প্রথম সভার তারিখ সময় ও স্থান নির্ধারণ করবে। তবে সভার সময় ও স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যাদের মতামত প্রাধান্য পাবে।
- সভার আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্ড়সমূহ একটি নিদিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব সংশি- ষ্ট ব্র্যাককর্মীর সহায়তায় এই দায়িত্ব পালন করবেন।
- প্রত্যেকটি সভায় পূর্ববর্তী সভার লিপিবদ্ধ বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্ড়সমূহ সংশি- ষ্ট সকলের সম্মতিসাপেক্ষে অনুমোদন লাভ করবে।
- প্রথম সভার মাধ্যমে এই কমিটি সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে দায়িত্ব বণ্টন করবে।
- কমিটি তার পরবর্তী সভা কোথায় এবং কখন আয়োজন করবে তার সম্ভাব্য পরিকল্পনা চলতি সভার মাধ্যমেই জানিয়ে দেবেন।
- সভায় কোন বিষয়ে কোন ধরনের বিরোধ দেখা দিলে কমিটি সুকৌশলে তা মিটিয়ে ফেলবে এবং শান্ড়িপূর্ণভাবে আলোচিত বিষয়ের উপর ঐকমত্য সৃষ্টি করবে।
- কমিটির মোট সদস্যের ১/৩ অংশ সভায় উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে। কোন কারণবশত কোরাম পূর্ণ না হলে পুনরায় তারিখ নির্ধারণ করে সভার কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হবে।
- প্রয়োজনবোধে কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ জমা রাখার জন্য স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খোলা যেতে পারে।

পোষ্টার শি৪ গ
ভিডবি- উসি
২০০৮

সভা পরিচালনার ধাপসমুহ

০১. সভাপতির আসন গ্রহণ
০২. কুশল বিনিময় ও অনুপস্থিত সদস্যদের খোঁজখবর নেওয়া
০৩. বিগত সভার সিদ্ধান্ড়সমূহ পর্যালোচনা করা ।
০৪. পূর্ববর্তী সভার রেজুলেশন অনুমোদন
০৫. উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা।
০৬. পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে সকলকে অবগত করা
০৭. বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা
০৮. পারস্পরিক আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করা
০৯. সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।
১০. সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়নের জন্য প্রতিশ্র“তি গ্রহণ
১১. সভার সারাংশ ব্যাখ্যা করা
১২. রেজিস্টার খাতায় রেজুলেশন লেখা
১৩. পরবর্তী সভার দিন, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ এবং সম্মতি গ্রহণ
১৪. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা

শিখন একক ৫. কর্মপরিকল্পনা

শিখন একক ৫.১ গ্রাম কর্মপরিকল্পনা তৈরির প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ গ্রাম কর্মপরিকল্পনা তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
সময় : ৩০ মিনিট
পদ্ধতি : অনুশীলন ও আলোচনা।
উপকরণ : চক/বোর্ড মার্কার ।
সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ৫ মিনিট তৈরি
প্রক্রিয়া : অঙ্কন প্রতিযোগিতার নির্দেশনা অনুযায়ী।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

সহায়ক পুর্ব আলোচনার সূত্র ধরে বলবেন, আসুন, আমরা সকলে একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি

ধাপ ০১ - প্রতিযোগিতার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- প্রথমে, ব-াকবোর্ডে চারটি দলের জন্য চারটি স্থান নির্ধারণ করে দলের নাম লিখে রাখবেন।
- দলীয়ভাবে স্ব-স্ব দলের নির্ধারিত স্থানে নির্দেশনা অনুযায়ী একটি ছবি অঙ্কন করতে বলবেন (উপরের দিকে)।

ধাপ ০২ - দলভিত্তিক আলাদা আলাদা বসে একটি ছবি নির্ধারণ করে এবং কাজ বণ্টন করে চর্চা করতে বলবেন
- নিদিষ্ট সময় পর দলভিত্তিক ক্লাসে বসতে বলবেন ।
- পূর্বে অঙ্কিত ছবির নিচে আর একটি ছবি, নির্দেশনা অনুযায়ী অঙ্কন করতে বলবেন (দলীয় সিদ্ধান্ড়ে নির্ধারিত ছবি)

ধাপ ০৩ - চার দল থেকে চারজন প্রতিনিধি নিয়ে কোন্ দলের ছবি সবচেয়ে ভাল হয়েছে তা নির্ধারণ করতে বলবেন।
- ১ম বারের অঙ্কিত ছবির সঙ্গে ২য় বারের অঙ্কিত ছবি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করবেন (দলভিত্তিক)।
- সবচেয়ে ভাল হয়েছে এবং কেন ভাল হয়েছে তার উপর বিস্ড়ারিত আলোচনা করে কারণগুলি বোর্ডে লিখে এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরির প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে মিল রেখে বিশে- ষণ করবেন এবং পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

<u>সহায়কের প্রতি নির্দেশাবলি</u>

০১. সময় নির্ধারণ করে দেওয়া (প্রথম ও দ্বিতীয়বারের জন্য একই সময় নির্ধারণ করতে হবে
০২. প্রথম ছবি অঙ্কনের সময় একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না
০৩. চার দলের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (চক) সংগ্রহ করে রাখতে হবে
০৪. ছবি অঙ্কনের নিয়মাবলি বলে দিতে হবে
(ক) প্রত্যেকে ১টির বেশি দাগ দিতে পারবে না
(খ) প্রথম বারে আলোচনা করা সুযোগ না দেওয়া
(গ) ২য় বারে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া

সম্ভাব্য শিখন

- সুব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা
- একজন ভাল পরিকল্পনাকারী নির্ধারিত সময়ে কাজটি সঠিকভাবে করতে পারে
- একজন ভাল পরিকল্পনাকারী দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে
- একজন ভাল পরিকল্পনাকারী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোন কঠিন কাজ সমধান করতে পারে
- একটি গ্রামের উন্নয়নের জন্য ভাল ব্যবস্থাপক একান্ড় আবশ্যক
- নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্পর্কিত বার্তা কার্যকরভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

শিরোনাম ৫.২ গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্মপরিকল্পনা ও মনিটরিং

সহায়কের নোটঃ

গ্রাম ওয়াশ কমিটি কম পরিকল্পনার মাধ্যমে এলাকার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই চিহ্নিত করে তারপর তার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে দেখা যায় প্রতিটি কাজের কর্মপরিকল্পনা নিতে হয়। কর্মপরিকল্পনাবিহীন কোন কাজই প্রত্যাশিত ফল দেয় না। এই পরিকল্পনা শ্রেণি বা কাজের ভিত্তিতে হতে পারে। যেমন: পানি বিষয়ক, হাইজিন বিষয়ক, কিংবা স্যানিটেশন বিষয়ক কাজের বা সমস্যা সমাধানের আলোকে হতে পারে।

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ পরিকল্পনার ধাপসমূহ ব্যবহার করে গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বিশে- ষণ করতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : অনুশীলন ও আলোচনা

উপকরণ : কর্মপরিকল্পনার ছক, রং পেন্সিল, পোস্টার, মার্কার।

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ৫ খ তৈরি।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় ৬ টি ধাপ রয়েছে।

ধাপ ১ সহায়ক অংশগ্রহণকারিগণকে বলবেন, আমরা এতক্ষণ কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা জানলাম। ওয়াশ কমিটির কাজগুলি করার সময় আমরা কোন পরিকল্পনা করি কি না, করলেও কী ভাবে করি, তা সহায়ক অংশগ্রহণকারিদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন এরপর অংশগ্রহণকারিরা তাদের ধারণা বলবেন। সহায়ক তা শুনবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

ধাপ ২ এরপর সহায়ক সহায়কের নোট অনুসরণ করে গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার ক্ষেত্রে কী কী ধাপ বিবেচনা করা হয়, তা পোস্টারের মাধ্যমে প্রদর্শনপূর্বক ব্যাখ্যা করবেন এবং একটি কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য উলি- খিত ৮টি ধাপ অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ দেবেন ।

ধাপ-৩ এবার সহায়ক গ্রাম ওয়াশ কমিটির কাজের একটি কর্মপরিকল্পনা বোর্ডে বা পোস্টারে তৈরি করে দেখাবেন। নির্দিষ্ট ফরমেটে দলভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে বলবেন এবং সহায়ক তা ঘুরে ঘুরে দেখবেন ও সহযোগিতা করবেন।

ধাপ ৪ কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেলে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন যে, আপনাদের এলাকার নিরাপদ পানি,স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিসংক্রান্ড় যে কাজগুলি করার পরিকল্পনা করে দায়িত্ব বণ্টন করেছেন সেইভাবে কাজটি হবে কি না, বা কাজটি করতে গিয়ে কোন ভুলত্র"টি হবে কি না ? তা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? এরপর অংশগ্রহণকারিগণ তাদের মতামত বলবেন, সহায়ক তা শুনবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

ধাপ ৫ আপনারা গ্রামে যে কাজগুলি করেন, সেই কাজগুলো সঠিকভাবে সময় অনুসারে হয় কি না? এবং এই কাজের জন্য কিভাবে খোঁজখবর রাখেন? এভাবে সহায়ক মনিটরিং-এর আলোচনার সূত্রপাত করবেন এবং এর প্রয়োজনীয়তা পোস্টার/ ও.এইচ.পি প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ ৬ অংশগ্রহণকারিগণ এলাকায় গিয়ে সঠিকভাবে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবেন ও মনিটরিং-এর মাধ্যমে বাস্ড়বায়ন নিশ্চিত করবেন এরূপ প্রতিশ্র"তি আদায়ের মাধ্যমে পাঠের সমাপ্তি টানবেন।

শিখন একক ঃ ৫.৩ রেকর্ড সংরক্ষণ

সহায়কের নোট

একটি নির্দিষ্ট সময়পরিক্রমার মধ্যে ওয়াশ কমিটির উন্নয়নপ্রক্রিয়াকে কাঠামোগতভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য রেকর্ড সংরক্ষণ অন্যতম উপাদান বলে বিবেচিত।

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ, রেকর্ড সংরক্ষণ, এর গুর"ত্ব ও উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি : দলীয় আলোচনা ও প্রদর্শন।

উপকরণ : পোস্টার, মার্কার, ওএইচপি সিট, প্রোজেক্টর।

সহায়ক প্রদ্ধতি : পোস্টার শি ৫ গ ও ঘ তৈরি।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় পাঁচটি ধাপ আছে।

ধাপ ০১ সহায়ক অংশগ্রহণকারী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশনের সূচনা করবেন। তারপর রেকর্ড সংরক্ষণ কী এই সম্পর্কে সংক্ষেপে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেবেন।

ধাপ ০২ সহায়ক অংশগ্রহণকারিগণের নিকট জানতে চাইবেন তাদের গ্রাম ওয়াশ কমিটিতে কী কী খাতাপত্র আছে এবং তা কীভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করেন। অংশগ্রহণকারিগণ এক এক করে বাস্ড়বতার ভিত্তিতে তাদের মতামত বলবেন। সহায়ক শুনবেন এবং তা বোর্ড অথবা পোস্টারে লিখে রাখবেন।

ধাপ ০৩ সহায়ক অংশগ্রহণকারিগণের মতাততের ভিত্তিতে এবং সহায়কের নোট অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ, এর তালিকা প্রদর্শনপূর্বক বিশে- ষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে পাঠের সমাপ্তি টানবেন।

ধাপ ০৪ সহায়ক পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে বলবেন যে, রেকর্ডপত্র আমাদের নিকট আছে সেগুলো আমরা কি করি এবং কীভাবে করি এবং কেন করি তা অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারিগণ তাদের নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে বলবেন এবং সহায়ক শুনবেন।

ধাপ ০৫ সহায়ক রেকর্ড সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ওএইচপি সিট/পোস্টার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন এবং ওয়াশ কমিটিতে রেকর্ড সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার গুর"ত্ব অনুধাবন করিয়ে আলোচনার সমাপ্তি টানবেন।

পোষ্টার শি৫ ক
ভিডবি- উসি
২০০৮

কর্মপরিকল্পনা তৈরির ধাপসমূহ

০১. কাজের নাম
০২. টার্গেট/ লক্ষ্য
০৩. বাস্ড়বায়ন কৌশল সমূহ
০৪. সময়
০৫. স্থান নির্ধারণ/নির্বাচন
০৬. পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ
০৭. পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে সহযোগী যারা
০৮. পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের পর মনিটরিং করা

পোষ্টার শি৫ খ
ভিডবি- উসি
২০০৮

মনিটরিং-এর প্রয়োজনীয়তা

১. কাজের ভুলত্র"টি ও অগ্রগতি যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য
২. কাজের গুণমানের স্বচ্ছতা আনয়ন করার জন্য।
৩. কমিটির মধ্যে কাজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য।
৪. চলমান কাজের অবস্থান পরিমাপ করার জন্য।
৫. কাজের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য।
৬. পরবর্তী পরিকল্পনা নেওয়া সহজ করার জন্য।
৭. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ করার জন্য ।
৮. চলমান কাজের গতিশীলতা বাড়ানোর জন্য।
৯. কাজের বর্তমান অবস্থা জেনে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।
১০. সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য।

পোষ্টার শি৫ গ
ভিডবি- উসি
২০০৮

রেকর্ড সংরক্ষণের তালিকা

০১. গ্রামের সামাজিক মানচিত্র
০২. সামাজিক তথ্যাবলির প্রতিবেদন (সামাজিক মানচিত্র থেকে প্রাপ্ত)
০৩. কমিটি মিটিং-এর রেজুলেশন খাতা
০৪. সরকারি বেসরকারী অফিসে যোগাযোগের চিঠিপত্রের ফাইল
০৫. কর্মপরিকল্পনা ফাইল
০৬. আয়-ব্যয় হিসাব রেজিস্টার

পোষ্টার শি৫ ঘ
ভিডবি- উসি
২০০৮

রেকর্ড সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

০১. শৃঙ্খলা বজায় থাকে
০২. কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা সহজ হয়
০৩. সঠিকভাবে কাজের কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা যায়
০৪. কাজের সচ্ছতা বজায় থাকে
০৫. নথিপত্র প্রমাণস্বরূপ দেখানো যায়
০৬. কমিটির সদস্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়
০৭. রিপোর্ট তৈরি করা সহজ হয়
০৮. ভুলত্রুটি সংশোধন করা সহজ হয়

অনুশীলন শি৫ ক
ভিডবি- উসি
২০০৮

অনুশীলনপত্র

লক্ষ্মীপুর গ্রাম ওয়াশ কমিটির বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা

উদ্দেশ্য	--	মলযুক্ত লক্ষ্মীপুর গ্রামে পানিবাহিত রোগ নির্মূল করা।
০১. কাজের নাম	--	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন নিশ্চিত করা।
০২. টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা	--	১০টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ৪টি ওয়াটারসিল ভাঙা পায়খানা পুনর্নির্মাণ।
০৩. পদ্ধতি বা বাস্ড়বায়ন কৌশল	--	স্থানীয় সম্পদসমূহ (বর্তমান সম্পদসমূহ ও কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের প্রয়োজনীয় সম্পদসমূহ)
০৪. সময়	--	৩ মাস
০৫. স্থান নির্বাচন	--	লক্ষ্মীপুর উত্তর পাড়া
০৬. পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ	--	কেরামত আলী, রহমত আলী, আব্দুল করিম
০৭. কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে সহযোগী যারা	--	ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি
০৮. কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের পর গুণমান মনিটরিং করা	--	ব্র্যাক কর্মসূচি সংগঠক ও ওয়াশ কমিটির সদস্য

গ্রাম ওয়াশ কমিটির দ্বি-মাসিক কর্মপরিকল্পনার ছক

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজের তালিকা	কার্যাবলি বাস্ড়বায়নে সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্ড়ব্য
পানি বিষয়ক				
স্যানিটেশন বিষয়ক				
স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক				

গ্রাম ওয়াশ কমিটির বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয় কাজের তালিকা	কার্যাবলি বাস্ড়বায়নের সময়সূচি												বাস্ড়বায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য
		জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রি	মে	জুন	জুলা	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	
স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক														
পানি বিষয়ক														
স্যানিটেশন বিষয়ক	১০টি পায়খানা নির্মাণ													কেরামত আলী, রহমত আলী , আব্দুল করিম
	৪টি পায়খানা পুনঃ স্থাপন।													কর্মসূচি সংগঠক ও ওয়াশ কমিটির সদস্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সহায়ক আলোচনার পূর্বে পোস্টারে নমুনা ছক অনুযায়ী কাজের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে রাখবেন।

শিখন একক ৬ জন-যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন

শিখন একক ৬.১ : জন-যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন

সহায়কের জন্য

কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জন-যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। যোগাযোগ ছাড়া মানুষ অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগাযোগ অপরিহার্য। যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আদানপ্রদান করা হয়। মূলত যোগাযোগ হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া। সুতরাং সুষ্ঠু জন-যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আমরা কতিপয় কৌশল অনুসরণ করতে পারি। এই সেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারিগণ সুষ্ঠু যোগাযোগের প্রয়োজন ও কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ সুষ্ঠু জন-যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধনের দিকগুলি বলতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : রোল পে- ও আলোচনা

উপকরণ : পোস্টার, ও.এইচ.পি মার্কার

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ৬ ক, খ, গ ও ঘ তৈরি।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় ৪ টি ধাপ রয়েছে।

ধাপ ১ সহায়ক সকলকে স্বাগত জানাবেন। এরপর তিনি একজন উদ্যোগী অংশগ্রহণকারীকে ক্লাসের বাইরে নিয়ে যাবেন এবং কোন কথা না বলে সকলের কাছ থেকে ৫০ টাকা করে আদায় করতে বলবেন।

ধাপ ২ টাকা আদায়কারী কয়েকজনের কাছে টাকা চাইতে যাবেন এবং টাকা চাইতে গিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। প্রশিক্ষক তাদের থামিয়ে দেবেন এবং কেন এই বিশৃঙ্খলা তা বিশে- ষণের মাধ্যমে যোগাযোগের আলোচনা শুর" করবেন।

ধাপ ৩ পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে সহায়ক অংশগ্রহণকারিদের কাছ থেকে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারিগণ বলবেন আর সহায়ক তা বোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন এবং আলোচনা করবেন। এরপর পোস্টার বা ওএইচপি-র মাধ্যমে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রসমূহ ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ ৪ আলোচনার ভিত্তিতে প্রশিক্ষক গ্রাম ওয়াশ কমিটির যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা ও প্রথমত: প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন ও পরে ওএইচপি শিট বা পোস্টার প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনার ইতি টানবেন।

শিখন একক ৬.২ ওয়াটসান কমিটিতে সামাজিক মানচিত্র উপস্থাপনকৌশল

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ ওয়াটসান কমিটির মিটিং-এ সামাজিক মানচিত্র উপস্থাপন কৌশল বাস্ড়বায়ন করতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : আলোচনা ও প্রদর্শন

উপকরণ : সামাজিক মানচিত্র, বোর্ড ও বোর্ড মার্কার।

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ৬ ঙ ও চ তৈরি।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় ৩টি ধাপ আছে।

ধাপ ১ সহায়ক পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে ওয়াটসান কমিটির মিটিং-এ সামাজিক মানচিত্র সঠিকভাবে উপস্থাপনের গুর"ত্ব আলোচনা করবেন।

ধাপ ২ এরপর সহায়ক জানতে চাইবেন সামাজিক মানচিত্র কীভাবে আপনারা ওয়াটসান কমিটির মিটিং-এ উপস্থাপন করবেন। অংশগ্রহণকারীরা বলবেন, সহায়ক শুনবেন। অতঃপর সামাজিক মানচিত্র উপস্থাপন করে দেখাবেন এবং উপস্থাপনের নিয়মাবলি আলোচনা করবেন ।

ধাপ ৩ এরপর প্রতি দল থেকে একজন প্রশিক্ষণার্থী দ্বারা সামাজিক মানচিত্র উপস্থাপন করাবেন। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সহায়ক পাঠের সমাপ্তি টানবেন ।

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য যা অবশ্যই করণীয়:

- গ্রামের মধ্যে কার বাড়ি কোথায় তা চিহ্নিত করে সামাজিক মানচিত্র উপস্থাপন করা
- ওয়াটসান কমিটি গুলোতে সঠিক নিয়মে সামাজিক মানচিত্র উপস্থাপন করা

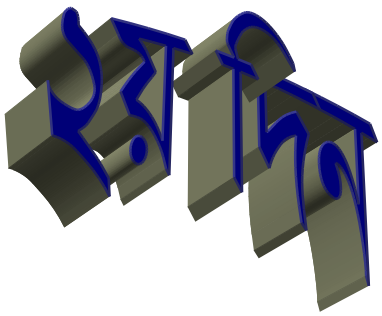

শিখন একক ৬.৩ খানাপ্রধানকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা গ্রামের খানাপ্রধানকে উদ্বুদ্ধ করে উক্ত খানার হাইজিনের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও অনুশীলন

উপকরণ : পোস্টার, মার্কার, পাটি, ইজেল বোর্ড

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ৬ ছ তৈরি।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় ৪ টি ধাপ আছে

ধাপ ১ প্রশিক্ষক সকল অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে পাটিতে গোল হয়ে বসবেন এবং একটি আদর্শ গ্রামের চিত্র পোস্টারে আঁকতে বলবেন, অংশগ্রহণকারীরা আঁকবেন। সহায়ক তাদের উদ্বুদ্ধ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

ধাপ ২ অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের আঁকা ম্যাপটি টাঙিয়ে সহায়ক বলবেন, আমরা সকলে মিলে চমৎকার একটি গ্রামের ছবি এঁকেছি, সকলে একসঙ্গে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করেছি বলে এত সুন্দর একটি চিত্র আঁকতে পেরেছি।

ধাপ ৩ সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করবেন যে, এত সুন্দর ছবি কি আমরা একা কেউ আঁকতে পেরেছি? তারা বলবেন, না, আমরা সকলে মিলে করেছি। অতঃপর সহায়ক বলবেন যে, কোন গ্রামের উন্নয়ন একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। উন্নয়ন করতে হলে সকলে মিলে কাজ করতে হবে। আমি যেমন এই ছবি আঁকতে আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছি, আপনারাও তেমনি আপনাদের গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে আপনাদের গ্রামকে একটি সুন্দর ও আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন।

ধাপ ৪ অতঃপর সহায়ক গ্রামের প্রতিটি খানাপ্রধানকে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে তোলার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করবেন। পরিশেষে প্রশিক্ষক ২/৩ জনের কাছ থেকে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল শুনে সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য যা অবশ্যই করণীয়ঃ

- **খানা প্রধানসহ কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করা**

শিখন একক ৬.৪ এডিপি ফান্ড স্যানিটেশন খাতে ব্যবহারে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল

উদ্দেশ্য এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারিগণ এডিপি ফান্ড-এর বরাদ্দ স্যানিটেশন খাতে ব্যবহারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সময ৩০ মিনিট

পদ্ধতি বড় ও ছোটদলীয় আলোচনা

উপকরণ পোস্টার ও বোর্ড মার্কার, পোস্টার মার্কার

সহায়ক প্রস্তুতি পোস্টার শি ৬ জ ও ঝ তৈরী

প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় ৩টি ধাপ আছে ।

ধাপ ১ সহায়ক প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে আলোচ্য বিষয়টি জেনে বোর্ডে লিখবেন ।

ধাপ ২ সহায়ক পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে অংশগ্রহণকারীদের নিকট স্যানিটেশন খাতে সরকারের বরাদ্দ কী তা জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারীরা বলবেন এবং সহায়ক শুনবেন ।

ধাপ ৩ অতঃপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের পূর্ব নির্ধারিত চারটি দলে আলাদা আলাদা বসিয়ে নেতা নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে এডিপি ফান্ড স্যানিটেশন খাতে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল বের করে পোস্টারে লিখতে বলবেন। সহায়ক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে সকলকে বড়দলে বসিয়ে দলভিত্তিক উপস্থাপনা করতে বলবেন। সকলের উপস্থাপনা শেষে সহায়ক সাধারণীকরণ করবেন ও পোস্টারে লিখে টাঙিয়ে রাখবেন এবং কয়েকজনকে দিয়ে পাঠ করাবেন। শেষে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য যা অবশ্যই করণীয়:

- **অতি দরিদ্রদের জন্য এডিপি-ও ২০% অনুদান আনয়নে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে উদ্বুদ্ধ করা**

পোষ্টার শি৬ ক
ভিডবি- উসি
২০০৮

যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা

- সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে
- সচেতনতা সৃষ্টিতে
- নিজ অধিকার সম্পর্কে জানতে
- অন্যের মনোভাব জানতে
- মৌলিক চাহিদা জানাতে
- সমাজের পূর্ব অবস্থা (অতীত) জানতে
- সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে
- সম্মিলিত সিদ্ধান্ড়গ্রহণের ক্ষেত্রে
- কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে

পোষ্টার শি৬ খ
ভিডবি- উসি
২০০৮

সমন্বয়

সমন্বয় একটি দলগত প্রচেষ্টা। দলগত কাজের মাধ্যে সামঞ্জস্য, সংহতি ও সময়ের সমন্বয় বিশেষভাবে দরকার। কোন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বয়ের মাধ্যমেই সংগঠনের ভেতরের অংশের এবং প্রতিষ্ঠানের বাইরের কার্যাবলির মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব হয়। তাই গ্রাম ওয়াশ কমিটির ক্ষেত্রে যোগাযোগের পাশাপাশি সমন্বয়সাধন অত্যন্ড়গুর"ত্বপূর্ণ কাজ।

পোষ্টার শি ৬ গ
ভিডবি- উসি
২০০৮

গ্রাম ওয়াশ কমিটি সদস্যদের যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা

- যোগাযোগের মাধ্যমে সকলকে নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা যায়।
- যোগাযোগের মাধ্যমে ওয়াশ কর্মসূচির স্বাস্থ্যবার্তা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা সম্ভব।
- সমাজের বিভিন্ন স্ড়রে যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যমে ওয়াশ কর্মসূচির বাস্ড়বায়ন সম্ভব।
- ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যমে ওয়াশ কর্মসূচির বাস্ড়বায়নে সচেষ্ট হওয়া।
- ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করার মাধ্যমে সরকারি সুযোগসুবিধা গ্রহণ করা সহজ হয় ইত্যাদি।

পোষ্টার শি ৬ ঘ
ভিডবি- উসি
২০০৮

গ্রাম ওয়াশ কমিটি সদস্যদের যোগাযোগ ও সমন্বয় ক্ষেত্রসমূহ

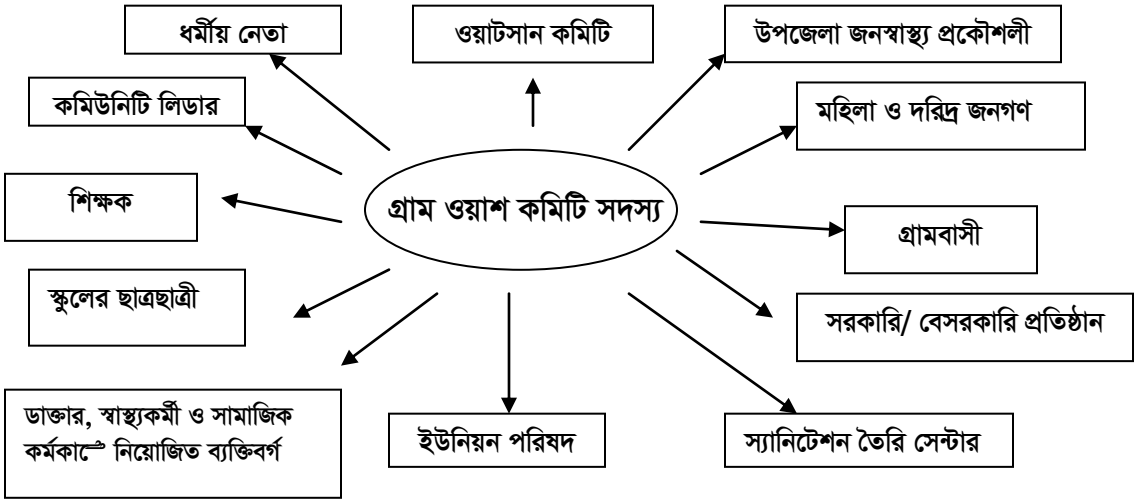

পোষ্টার শি ৬ ঙ
ভিডবি- উসি
২০০৮

মানচিত্র উপস্থাপনে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিম্নরূপ

- মানচিত্রের উত্তর দিক উপরে এবং দক্ষিণ দিক নিচে থাকবে।
- মানচিত্রের বাম পাশে উপস্থাপক দাঁড়াবেন।
- মানচিত্র এমন জায়গায় প্রদর্শন করবেন যাতে সকল অংশগ্রহণকারী ম্যাপটি ভালভাবে দেখতে পায়।
- উপস্থাপকের মানচিত্র সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।
- উপস্থাপনের সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

পোষ্টার শি ৬ চ
ভিডবি- উসি
২০০৮

মানচিত্র উপস্থাপনে বাধা বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নরূপ

- অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ এর গুর ত্ব নাও দিতে পারে।
- মানচিত্র বিষয়ে উপস্থাপকের নিজের ধারণা কম।
- সঠিকভাবে উপস্থাপন না করতে পারলে হাসির রোল উঠতে পারে।
- অনেকে খেলা হিসেবে নিতে পারে।

পোষ্টার শি ৬ ছ
ভিডবি- উসি
২০০৮

খানাপ্রধানকে উদ্বুদ্ধকরণ কৌশলসমূহ

- ব্যক্তিপর্যায়ে আলোচনা করে
- দলগতভাবে আলোচনা করে
- সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করে
- ভাল উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে
- ভাল কাজের প্রশংসা করে
- সুষ্ঠু জন-যোগাযোগের মাধ্যমে
- দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে
- সফলতা অর্জনের সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে

পোষ্টার শি ৬ জ
ভিডবি- উসি
২০০৮

চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

- চেয়ারম্যানের নিকট যাওয়ার সময় নির্ধারণ করা
- অনুমতি নিয়ে রুমে প্রবেশ
- সালাম দেওয়া এবং কুশল বিনিময় করা
- অনুমতি নিয়ে কথা বলা
- সুন্দর ও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করা
- তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা
- যুক্তি দিয়ে কথা বলা

পোষ্টার শি ৬ ঝ
ভিডবি- উসি
২০০৮

চেয়ারম্যানকে উদ্বুদ্ধকরণে সম্ভাব্য কৌশলসমূহ

০১. এলাকার স্যানিটেশনের বর্তমান খারাপ দিকগুলি তুলে ধরা
০২. স্যানিটেশন ব্যবস্থার খারাপ দিকের কারণে এলাকার জনজীবন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে তা তুলে ধরা
০৩. বিভিন্ন রোগব্যাধি বিস্ড়রের বাস্ড়ব উদাহরণ তুলে ধরা এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় জানতে চাওয়া
০৪. এডিপি-র ২০% বরাদ্দের উপর যে ইউনিয়নবাসীর অধিকার আছে তা তুলে ধরা
০৫. এডিপি-র ২০% বরাদ্দ সম্পর্কে ইউনিয়নবাসী যা জানে তা তুলে ধরা
০৬. ২০% টাকা খরচের পরিকল্পনা কীভাবে করা হয়েছে তা জানতে চাওয়া
০৭. এব্যাপারে UNO বা সরকারের পরিকল্পনা কি তা জানতে চাওয়া
০৮. চেয়ারম্যানের ভাল কাজের প্রশংসা করা
০৯. পাশাপাশি ইউনিয়নের ভাল কাজের সাথে তুলনা করা
১০. অতিদরিদ্রদের জন্য ২০% অনুদান চাওয়া

স্যানিটেশন বাস্ড়বায়নে গ্রামে অর্থের উৎস

- স্যানিটেশন বাস্ড়বায়নে গ্রামে অর্থের উৎস কী কী?
- সরকারী **ADP** (বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি) ফান্ড কী ?
- কখন **ADP** ফান্ড পেতে পারে?
- **ADP** ফান্ড পেতে হলে **VWC** এর করণীয় কী ?

৫ স্যানিটেশন বাস্ড়বায়নে গ্রামে অর্থের উৎস

১. বিদেশে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ ও ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ
২. ADP ফান্ড
৩. ব্র্যাক ও অন্যান্য NGO অফিস থেকে প্রাপ্ত অর্থ
৪. স্থানীয় সরকারের অন্য সুযোগ যদি থাকে (উন্নয়ন খাত)।

১. গ্রামের প্রভাবশালী বা বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ

বিদেশে কর্মরত ব্যক্তিরা যখন বাড়িতে আসেন তখন তাদের কাছ থেকে কমিটির সদস্যরা ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আর্থিক সাহায্য নিতে পারেন। এ ছাড়াও ধনী ব্যক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাে নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়ে কমিটির ফান্ড গঠন করতে পারেন।

২. ADP ফান্ড

সরকারি ADP ফান্ডের অর্থ থেকে স্যানিটেশন খাতে হতদরিদ্রদের রিং-স্-াবের জন্য বরাদ্দ থাকে। সেই ফান্ডের জন্য গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যরা ওয়াটসান কমিটিতে অন্ড়র্ভূক্ত হয়ে হতদরিদ্রদের তালিকা প্রদান করতে পারে। প্রয়োজনে হতদরিদ্রদের কীভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা সামাজিক মানচিত্রের মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে। গ্রাম ওয়াশ কমিটির সামাজিক মানচিত্র ওয়াটসান কমিটির মিটিংয়ে উপস্থাপন করে হত দরিদ্রদের জন্য রিং স্-াব-এর ব্যবস্থা করতে পারেন।

৩. ব্র্যাক ও অন্যান্য NGO

গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যরা গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য ব্র্যাক থেকে ঋণের মাধ্যমে রিং-স্-াবের ব্যবস্থা করতে পারেন। এক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ব্র্যাক থেকে ৫০০-১০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হবে এবং ১০% সার্ভিস চার্জসহ ১১টি মাসিক কিস্ড়িতে ৫০-১০০ টাকা করে তারা মাসিক কিস্ড়িতে এই ঋণ পরিশোধ করবে। এখানে উলে-খ্য যে, ঋণগ্রহীতার হাতে কোন নগদ টাকা দেওয়া হবে না। স্থানীয় উৎপাদন কেন্দ্র (VSC) থেকে তাদেরকে রিং-স্-াব ক্রয় করে দেওয়া হবে।

গ্রাম ওয়াশ কমিটির মাধ্যমে প্রতি ইউনিয়নে ৪৮০ সেট ল্যাট্রিন গ্রামের হতদরিদ্রদের মধ্যে ব্র্যাক থেকে ফ্রি দেওয়া হবে। এ ছাড়াও স্থানীয় অন্যান্য NGO স্যানিটেশনের জন্য যারা কাজ করেন, তাদের নিকট থেকে গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যরা অতিদরিদ্রদের জন্য রিং-স্-াবের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৪.স্থানীয় সরকারের অন্য সুযোগ যদি থাকে (উন্নয়ন খাত)

সরকারি বিভিন্ন অফিসের উন্নয়ন খাত থেকে ওয়াশ কমিটির সদস্যরা যোগাযোগ করে রিং-স্-াব সংগ্রহ করতে পারেন।

ADP-ফান্ড কী?

ADP অর্থ Annual Development program অর্থাৎ বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি। মে-জুন মাসে বাজেট তৈরির সময় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে জেলাভিত্তিক জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রতি জেলার উন্নয়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বাৎসরিক বরাদ্দ রাখা হয়। এই টাকা সাধারণত আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, রাস্ড়ঘাট, সাঁকো, কালভার্ট ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে স্যানিটেশন উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক (DC) এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ADP) এই অর্থ সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করেন। জেলা প্রশাসক ADP এর বরাদ্দকৃত অর্থ জনসংখ্যাভিত্তিক উপজেলাগুলোতে টাকা বণ্টন করে দেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউনিয়নের জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে ADP-এর বরাদ্ধকৃত টাকা ইউনিয়নে বন্টন করেন।

ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ADP এর বরাদ্দকৃত টাকা বণ্টনের জন্য ওয়ার্ড মেম্বারদের কাছে তাদের ওয়ার্ডের জন্য চাহিদা দিতে বলেন। ওয়ার্ড মেম্বারদের দেওয়া চাহিদা অনুযায়ী এবং ওয়ার্ডের জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে ADP-র টাকা মেম্বারদের মধ্যে বন্টন করে দেন। MDG-র লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার ২০১০ সালের মধ্যে ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ADP এর বরাদ্দকৃত ২০% অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের জন্য নির্দেশনা দেওয়া আছে।

এই ২০% অর্থের ৭৫% অর্থ রিং-স্-াব (হার্ডওয়ার) বিতরণ এবং ২৫% অর্থ প্রচার কাজে (সফটওয়ার) ব্যয় করার নির্দেশনা আছে। ইউনিয়নের WATSAN কমিটি স্যানিটেশনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে তৈরীকৃত রিং-স্-াব কাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে, তা তারা মিটিংয়ের মাধ্যমে নির্ধারণ করবে। উলে-খ্য যে, এই উপকরণ শুধু অতিদরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ। যাদের রিং-স্-াব দিয়ে ল্যাট্রিন তৈরি করার সামর্থ্য নেই অর্থাৎ অতিদরিদ্র (দিন আনে দিন খায়) ব্যক্তি রিং-স্-াব পাওয়ার যোগ্য।

ADP-ফান্ড পেতে VWC-র করণীয়

প্রতিটি গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের কাছে তাদের গ্রামের একটি সামাজিক মানচিত্র আছে। এই মানচিত্র গ্রামবাসীর মাধ্যমে তৈরি করা হয়। তাই গ্রামবাসী তাদের গ্রামের স্যানিটেশন সমস্যা অর্থাৎ গ্রামের বর্তমান অবস্থা জানেন। সদস্যরা মানচিত্রের তথ্য অনুযায়ী VWC-র আওতাভুক্ত পায়খানাবিহীন পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করে তাদের আর্থিক অবস্থা দেখে-শুনে এবং নিজেরা যাচাই-বাছাই করে তারা অনুদান পাওয়ার যোগ্য কি না তা প্রথমে নির্বাচন করবেন। তারপর VWC-র সদস্যরা WATSAN কমিটির মিটিংয়ে তাদের মানচিত্র উপস্থাপন বা তথ্য প্রদান করে অতিদরিদ্রদের জন্য ADP-র ফান্ড থেকে রিং-স্-াব পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন।

তথ্যপত্র শি ৬ খ
(সহায়কের জন্য)
ভিডবি- উসি
২০০৮

জাতীয় স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড টাস্কফোর্স/ ওয়াটসন কমিটির গঠনকাঠামো ও কার্যাবলি

ইউনিয়ন টাস্কফোর্স/ ওয়াটসন কমিটি

ইউনিয়ন পরিষদ টাস্কফোর্স/ ওয়াটসন কমিটির কাঠামো

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য
সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান	সদস্য
৩ জন মহিলা সদস্যসহ সকল ইউপি সদস্য (১২)	সদস্য
নলকূপ মেকানিক, ডিপিএইচই	সদস্য
ব- ক সুপারভাইজার, কৃষি সম্প্রসারণ	সদস্য
স্বাস্থ্য সহকারী/এফ,ডবি- উ,এ	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি-৩ জন	সদস্য
স্থানীয় ধর্মীয় নেতা-১ জন	সদস্য
স্যানিটেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রাম সরকারের সদস্য	সদস্য
সচিব, ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্যসচিব

কমিটি প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কো-অপট করতে পারবে।

ইউনিয়ন পরিষদ টাস্কফোর্স কমিটির কার্যাবলি

১. স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার এবং কভারেজের উপর বেইজলাইন সার্ভের ফলাফল হালনাগাদকরণ ও উপজেলা টাস্কফোর্সের সভাপতির নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।

২. ২০১০ সালের মধ্যে ১০০% স্যানিটেশন কভারেজ অর্জনের জন্য প্রতি বছর নতুন স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ।

৩. প্রতি বছর স্যানিটেশন মাস (অক্টোবর) উদযাপন। এ লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।

৪. স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার উন্নয়নের সংশি- ষ্ট ইউনিয়নের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণ।

৫. জাতীয় স্যানিটেশন মাসে এনজিও এবং অন্যান্য সহযোগীদের পর্যালোচনা ও সমন্বয়সাধন।

৬. প্রয়োজনে ইউনিয়নের ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৭. ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় নেতৃবর্গ, এনজিও, ব্যক্তিমালিকানাধীন উৎপাদনকারী এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করে ইউনিয়ন 'স্যানিটারি মেলা'-র আয়োজন।

৮. 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' উদযাপনকালে উলে- খযোগ্য অবদানের জন্য ব্যক্তিবিশেষ এবং প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৯. কমিটি প্রতি মাসে অন্ততপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে এবং স্যানিটেশন কভারেজ-এর উপর প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা টাস্কফোর্সের নিকট পাঠাবে। প্রয়োজনবোধে এর বাইরেও যে কোন সময় সভা করা যেতে পারে।

ওয়ার্ড টাস্কফোর্স/ওয়াটসন কমিটি

ওয়ার্ড টাস্কফোর্স/ ওয়াটসন কমিটির কাঠামো

মহিলা ওয়ার্ড সদস্য	সদস্য
ওয়ার্ড সদস্য	সদস্য
স্বাস্থ্যকর্মী/ পরিবার কল্যাণ সহকারী ১ জন	সদস্য
ব- ক সুপারভাইজার ১ জন	সদস্য
আনসার/ ভিডিপি ১জন	সদস্য
মসজিদের ইমাম ১ জন	সদস্য
মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
শিক্ষক প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক ১ জন	সদস্য
স্যানিটেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রাম সরকারের সংশি- ষ্ট সদস্য	সদস্যসচিব

ওয়ার্ড টাস্কফোর্স/ওয়াটসন কমিটির কার্যাবলি:

* স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার এবং কভারেজের উপর বেইজলাইন সার্ভের ফলাফল হালনাগাদকরণ ও ইউনিয়ন টাস্কফোর্সের সভাপতির নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।

* ২০১০ সালের মধ্যে ১০০% স্যানিটেশন কভারেজ অর্জনের জন্য প্রতি বছর নতুন স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ।

* গ্রামের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

শিখন একক ৭ নেতৃত্ব

শিখন একক ৭.১ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

সহায়কের নোট

০১. পাঠটি একটি খেলার মাধ্যমে হবে।
০২. খেলার জন্য প্রয়োজনীয় ৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেওয়া ।
০৩. খেলার নিয়ম সঠিকভাবে বলে দেওয়া ।
০৪. ক্লাসের নির্দেশনা ভলান্টিয়ার যাতে শুনতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখা।
০৫. বিশে- ষণের সময় (নেতা, নেতার গুণাবলি ও নেতার প্রয়োজনীয়তা) সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

উদ্দেশ্য : এই আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারিগণ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : সাইমুলেশন গেম

উপকরণ : পোস্টার ও বোর্ড মার্কার, পোস্টার মার্কার

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ৭ ক তৈরি।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় পাঁচটি ধাপ রয়েছে।

ধাপ ১ পূর্বপাঠের সূত্র ধরে সহায়ক আজকের পাঠের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজন ভলান্টিয়ার নির্বাচন করে বাইরে নিয়ে তার দায়িত্বকর্তব্য বলে দেবেন এবং তাকে বাইরে অবস্থান করতে বলবেন।

ধাপ ২ সহায়ক ক্লাসে অবস্থানরত অংশগ্রহণকারীদের গোল হয়ে দাঁড়াতে বলবেন এবং সকলের মতামতের ভিত্তিতে একজনকে নেতা বানাবেন। সহায়ক খেলাটি পরিচালনার নিয়ম বলে দেবেন (নিয়ম সংযুক্ত আছে)। তারা খেলাটি শুর" করবেন।

খেলার নিয়মাবলি

১. নেতা যে কাজটি করবেন অন্যরা তাকে অনুসরণ করবেন। এমনভাবে অনুসরণ করবেন যেন কেউ বুঝতে না পারে যে, কার নির্দেশে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে।
২. নেতাকে অনুসরণের সময় নেতার দিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না।
৩. ভলান্টিয়ারকে সঠিকভাবে বলার জন্য ২/৩ বার সুযোগ দেবেন।
৪. নেতার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজটি চলতে থাকবে, সহায়কের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ড়।

ধাপ ৩ ক্লাসে অনুশীলন চলাকালীন ভলান্টিয়ারকে ক্লাসে প্রবেশ করিয়ে কার নির্দেশে কাজটি হচ্ছে তাকে তা বের করতে বলবেন। ভলান্টিয়ার ২/৩ বার চেষ্টা করেও লিডার (নেতা) যে কে, তা বের করতে পারবে না।

ধাপ ৪ সহায়ক সকলকে যার যার সিটে বসতে বলবেন। ভলান্টিয়ার কেন লিডারকে বের করতে পারল না তার কারণগুলো অংশগ্রহণকারীদের নিকট শুনবেন এবং বোর্ড অথবা পোস্টারে লিখবেন।

কারণগুলো এমন হতে পারে

* সকলের মতামতের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত হয়েছে
* নেতার নির্দেশনার প্রতি সকলে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন
* নেতা আমাদের কাজটি চর্চা করিয়েছেন
* কাজটি করার নির্দেশনা সঠিকভাবে বলে দিয়েছেন
* দলের সকলের প্রতি সকলে শ্রদ্ধাশীল ছিলাম
* একজনের নির্দেশ সকলে মেনে চলছিলাম

ধাপ ৫ অতঃপর সহায়ক সকলের মতামতের উপর ভিত্তি করে এই খেলার শিখনগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি বলবেন, নেতা ছিল বলে কাজটি সুশৃঙ্খলভাবে হয়েছে। নেতা ছাড়া কোন কাজ সঠিকভাবে বাস্ড়বায়ন করা সম্ভব নয়। নেতাই যথাযথ দিকনির্দেশ না দিয়ে একটি কাজ সফলভাবে শেষ করতে পারেন। সহায়ক নেতার গুর"ত্ব, প্রয়োজনীয়তা **ও আদর্শ নেতার গুণাবলি** আলোচনা করে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সম্ভাব্য শিখনসমূহ

০১. নেতাবিহীন কোন কাজ কখনই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয় না।
০২. নেতৃত্ব জোর করে অর্জন করা যায় না, কাজের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়
০৩. একা একা নেতৃত্ব দেওয়া যায় না, চাই সকলের অংশগ্রহণ।
০৪. সঠিক নেতৃত্ব সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে।
০৫. একজন ভাল নেতাকে সকলে অনুসরণ করে।
০৬. একজন আদর্শ নেতা সমাজে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।
০৭. সমাজের বেশির ভাগ মানুষ যাকে অনুসরণ করে সেই পারে সমাজ/গ্রাম পরিবর্তন করতে।
০৮. নেতা ছাড়া সমাজের কোন সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। আসুন, তাই সকলে মিলে সমাজ/গ্রাম পরিবর্তনে যোগ্য নেতৃত্ব দিই।

শিখন একক ৭.২ নেতৃত্বের বিকাশঃ ওয়াশ কর্মসূচির আলোকে

সহায়কের নোট

বিশেষ বিশেষ দুর্যোগমূহূর্তে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ সবার আগে এগিয়ে আসে। এরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে জনগণকে সংগঠিত করে। সাধারণত এভাবেই বিকাশ ঘটে নেতৃত্বের। গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যরাও স্ব-উদ্যোগী হয়ে গ্রামের জনগণের জন্য কাজ করে। তাদের এই কাজের মাধ্যমে জনগোষ্ঠী সংগঠিত হয় এবং এলাকার উন্নয়ন দ্রুততর হয়। তাই দেখা যায় যে, নেতৃত্ব কাজের সফলতা (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নতুন নেতৃত্বের বিকাশ না ঘটলে কাজের অগ্রগতি ধরে রাখা যায় না । এজন্য নতুন নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো প্রত্যেক নেতার দায়িত্ব।

উদ্দেশ্য : এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ নেতৃত্বের বিকাশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : অনুশীলন ও বড়দলীয় আলোচনা

উপকরণ : টুকরা করা সাদা কাগজ এবং সকলের নাম লেখা পোস্টার

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ৭ খ তৈরি।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় ৩টি ধাপ রয়েছে।

ধাপ ১ সহায়ক পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র ধরে সূচনামূলক আলোচনা করবেন। অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন কীভাবে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো যায়? অংশগ্রহণকারীরা বলবেন আর সহায়ক মতামতগুলো বোর্ডে অথবা পোস্টারে লিখবেন।

ধাপ ২ সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিকট পূর্বের তৈরি করা সাদা কাগজের টুকরা বিতরণ করবেন এবং উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে যাকে ভালো লাগে তার নাম লিখতে বলবেন। সাদা কাগজের টুকরায় নাম লেখার পর সহায়ক টুকরাগুলো সংগ্রহ করবেন এবং পূর্বের তৈরিকৃত পোস্টারে ভোটের ফলাফল বের করবেন এবং প্রথম স্থান অধিকারকারী ব্যক্তি চিহ্নিত করবেন। অতঃপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন কেন তারা তাকে নির্বাচিত করেছেন। তিনি কী উদ্যোগ তাদের জন্য নিয়েছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা তাকে নির্বাচিত করেছেন।

ধাপ ৩ অতঃপর ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে একজন নেতা কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন, সহায়ক তা অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারীরা বলবেন আর সহায়ক মতামতগুলো বোর্ডে অথবা পোস্টারে লিখবেন। প্রয়োজনে সংযোজন-বিয়োজন করে আলোচনার সমাপ্তি টানবেন।

সম্ভাব্য মতামতগুলি হচ্ছে :

- গ্রামের সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ স্ব-উদ্যোগে চিহ্নিত করবেন
- সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেবেন
- নিরুৎসাহী ব্যক্তিদের গ্রামের উন্নয়নকাজে উদ্বুদ্ধ করবেন
- বিভিন্ন ফোরামে গ্রামের সকল ধরনের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবেন
- নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির অনুপ্রেরণা জোগাবেন

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য যা অবশ্যই করণীয়ঃ

– গ্রামের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী ভূমিকা পালন এবং নতুন নেতা তৈরি করা ।

শিখন একক ৭.৩ সম্পর্ক উন্নয়ন

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারিগণ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : রোল-পে- ও প্রদর্শন

উপকরণ : পোস্টার, ওএইচপি ও মার্কার।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় চারটি ধাপ আছে।

ধাপ ১ প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে উৎসাহী ৬ জনকে ডেকে ক্লাসের বাইরে নিয়ে যাবেন এবং দুই দলে ভাগ করে দেবেন। অংশগ্রহণকারীদের একদল একজন ভাল নেতার আচরণ এবং একদল একজন খারাপ নেতার আচরণ অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবেন।

ধাপ ২ সহায়ক পূর্ব আলোচনার জের ধরে বলবেন যে, আমরা এতক্ষণ নেতার ধরন, নেতার প্রয়োজনীয়তা, নেতার গুণাবলি সম্পর্কে জানলাম। কিন্তু সকল স্ড়রের মানুষের সঙ্গে যদি ভাল সম্পর্ক না থাকে, তাহলে নেতা এককভাবে কোন উন্নয়নকাজ সঠিকভাবে করতে পারবে না? উত্তর হয়ত আসবে না। তাহলে কী করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে? অংশগ্রহণকারিগণ মতামত দেবেন, সহায়ক শুনবেন।

ধাপ ৩ সহায়ক পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে বলবেন যে, সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে যত ভাল ভাল লোক থাকুক না কেন, বিভিন্ন স্ড়রের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে আমাদের কাজ অর্জন করা সম্ভব নয়। সহায়ক সম্পর্ক রাখার গুর"ত্ব অনুধাবন করিয়ে কী উপায়ে সম্পর্ক উন্নয়ন করা যায়, এই ব্যাপারে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিবেন। মতামতগুলি জেনে বোর্ডে অথবা পোস্টারে লিখবেন এবং নিজের মতামতগুলি বলবেন।

ধাপ ৪ মানবসম্পর্ক উন্নয়নের উপায় লিখিত পোস্টার/ ওএইচপি উপস্থাপন করবেন এবং আলোচনা করবেন। পরিশেষে সহায়ক সম্পর্ক উন্নয়নের গুর"ত্ব বিশে- ষণ এবং মানবিক সম্পর্কের উপর একটি গুর"ত্বপূর্ণ শব্দ বিন্যাস আলোচনা করে সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য যা অবশ্যই করণীয়ঃ

– নিজেকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলা

অভিনয়টি নিম্নরূপ হতে পারেঃ

ভাল নেতার আচরণ

গ্রামের একজন আদর্শ নেতা রাস্ড়া দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। কয়েকজন গ্রামবাসীকে দেখে তিনি নিজেই সালাম দিয়ে কুশলাদি বিনিময় করলেন ও পরিবারের খোঁজখবর নিলেন। তিনি নিজেই গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা যেমন- নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সকলকে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং ওয়াশ কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ব্র্যাকের প্রশংসা করলে। তিনি সকলকে জানালেন যে, তিনি নিজেই ব্র্যাকসহ সকল সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রামবাসীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন যাতে গ্রামের সবাই সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সমান সুযোগ পেতে পারে এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াশ কর্মসূচির সফল বাস্ড়বায়ন করতে পারেন।

খারাপ নেতার আচরণ

গ্রামের কয়েকজন লোক নিজেদের পরিবারের স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যা (ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা করছে। এমন সময় গ্রামের মোড়ল তাদের দিকে খেয়াল না করেই পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লোকজন নেতাকে সালাম দিল। নেতা কোনরকমে সালাম নিলেন এবং নিজের ব্যাপারে বিভিন্ন গল্প শুর" করলেন। গ্রামবাসী তাদের কোন সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি রেগে উঠলেন। ডায়রিয়ার কথা শুনে তিনি বললেন, বেশি বেশি খেলে তো ডায়রিয়া হবেই। গ্রামবাসী ওয়াশ কর্মসূচির ট্রেনিং সম্পর্কে নেতার কাছে জানতে চাইলেন, নেতা বলবেন..... আরে ট্রেনিং তো আমার জন্য, তোমাদের শুনে দরকারটা কী? জনগণ এলাকার স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতার কথা বললে তিনি আবার রেগে গিয়ে বলবেন, কি আমার কথামতো চলে নাকি? এই বলে নেতা চলে যাবেন। গ্রামবাসী নিজেরা বলাবলি করবে, গায়ের জোরে মোড়ল। ভালভাবে একটা কথাও বলে না, কত এনজিও, সরকার নাকি গ্রামের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির জন্য সাহায্য দিচ্ছে। আমাদের মোড়ল তাও আনতে পারে না। এমন নেতা দিয়ে আমরা কী করব, সে তো শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ড়। ব্র্যাক অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামবাসী কারও সঙ্গেই তার সুসম্পর্ক নেই। সে সাহায্য আনবে কেমন করে?

পোষ্টার শি ৭ ক
ভিডবি- উসি
২০০৮

আদর্শ নেতার গুণাবলি

০১. মানুষের প্রতি মমত্ববোধ থাকা
০২. এলাকার সমস্ড়খোঁজখবর রাখা
০৩. মানুষের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসা
০৪. নিরপেক্ষ থাকা
০৫. সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা
০৬. ধৈর্যসহকারে সকলের কথা শোনা
০৭. ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতা
০৮. সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান করতে পারা
০৯. হাসিমুখে কথা বলা
১০. এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করতে পারা
১১. মার্জিত কথাবার্তা ও ব্যবহার করা
১২. সৎ ও চরিত্রবান হওয়া
১৩. উপস্থিত বুদ্ধি থাকা
১৪. মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মানসিকতা

পোষ্টার শি ৭ খ
ভিডবি- উসি
২০০৮

মানবিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কিছু গুর"ত্বপূর্ণ শব্দবিন্যাস

আমি স্বীকার করি আমি ভুল করেছি

আপনি একটি ভাল কাজ করেছেন

এক্ষেত্রে আপনার মতামত কী?

আপনি কি অনুগ্রহপূর্বক কাজটি করবেন?

আপনাকে ধন্যবাদ

মানবিক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুর"ত্বহীন শব্দ হচ্ছে

আমি

শিখন একক ৮ দলীয় কাজ

শিখন একক ৮.১ সমাজে একত্রে কাজ করা

সহায়কের নোট

প্রশিক্ষক ওয়াশ কর্মসূচিতে দলীয় কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুর"ত্ব উপস্থাপন করবেন। দলীয় কাজে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব। তাই দল উন্নয়ন করতে পারলে কাজের গতি ও গুণমান বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারিগণ সমাজে একত্রে কাজ করার আনন্দ এবং উপকারিতা ব্যাখ্যা বা বিশে- ষণ করতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : আলোচনা ও প্রদর্শন

উপকরণ : ওএইচপি/ মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ৮ ক ও খ তৈরি।

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় তিনটি ধাপ আছে।

ধাপ ০১ সহায়ক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ওএইচপি/ মাল্টিমিডিয়াতে কিছু ছবি দেখাবেন। প্রতিটি ছবি দেখানোর সময় প্রশিক্ষণার্থীরা ছবি দেখে কি বুঝেছেন তা আলোচনা করবেন।

ধাপ ০২ অতঃপর সহায়ক উক্ত আলোচনা থেকে সমাজে একত্রে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অলোচনা করবেন।

ধাপ ০৩ এরপর সহায়ক সমাজে একত্রে কাজ করার ফলাফল, ধারাবাহিক বিন্যাস এবং কার্যকর দল গঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ পোস্টারে বা ওএইচপিতে প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা করে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সহায়কের প্রতি প্রয়োজনে সহায়ক 'দলীয়ভাবে নৌকা তৈরি' খেলাটি এই সেশনে ব্যবহার করা পারেন।

খেলার নাম : দলীয়ভাবে নৌকা তৈরি

সময় : ১০ মিনিট

প্রক্রিয়া : পোস্টার

- সহায়ক প্রশিক্ষণার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে দেবেন

- প্রতিদলে সমান সংখ্যক ৩/৪টি পোস্টার দিবেন এবং নির্ধারিত ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যত বেশি সম্ভব নৌকা বানাতে বলবেন।

- নির্ধারিত সময় শেষে দুই দলের নৌকা গুনে বিজয়ী ও বিজিত দল ঘোষণা করবেন।

- এরপর সহায়ক জয়-পরাজয়ের কারণসমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। তারা বলবেন ও সহায়ক বোর্ডে লিখবেন। কারণ সমূহ আলোচনার মাধ্যমে সহায়ক সবাইকে একত্রে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করবেন।

শিখন একক ৮.২ সমাজে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়

উদ্দেশ্য : এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারিগণ অধিকতর সফলতার জন্য দলে কাজ করার **ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও** করণীয় সম্পর্কে জেনে ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : ছোটদলীয় আলোচনা

উপকরণ : বোর্ড, পোস্টার, মার্কার,

সহায়ক প্রস্তুতি : পোস্টার শি ৮ গ ও ঘ তৈরী

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় ৩টি ধাপ আছে।

ধাপ ১ সহায়ক পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে সমাজে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন।

ধাপ ২ অতপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের চারটি ছোট দলে বসিয়ে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয় বের করে পোস্টারে লিখতে বলবেন। সহায়ক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে সকলকে বড়দলে বসিয়ে দলভিত্তিক উপস্থাপনা করতে বলবেন।

ধাপ ৩ সকলের উপস্থাপন শেষে সহায়ক সাধারণীকরণ করবেন ও পোস্টারে লিখে টাঙিয়ে রাখবেন এবং **দলের** সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু পরামর্শ আলোচনা করবেন। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পোষ্টার শি ৮ ক
ভিডবি- উসি
২০০৮

একত্রে কাজ করার ফলাফল

একটি দল হল কিছু ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, যারা অবশ্যই পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের এবং সংস্থার বা কমিউনিটির লক্ষ্য অর্জনে মিলেমিশে কাজ করে এবং সেখানে সবাই একটি ইতিবাচক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়।

পোষ্টার শি ৮খ
ভিডবি- উসি
২০০৮

একত্রে কাজ করার ধারাবাহিক বিন্যাস

- **একত্রে কাজ করার** জন্য অবশ্যই সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে।
- **একত্রে কাজ করার** জন্য একটি নীতিমালা থাকবে যার ভিত্তিতে প্রত্যেকে উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করবে।
- **একত্রে কাজ করার** জন্য প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই পারস্পরিক নির্ভরশীল হতে হবে।
- **একত্রে কাজ করার** জন্য অবশ্যই খোলামেলা তথ্যপ্রবাহ থাকতে হবে।
- **দলীয় কাজের** প্রতি সকল সদস্যকে অনুগত থাকতে হবে।

পোষ্টার শি ৮ গ
ভিডবি- উসি
২০০৮

কার্যকরি দল গঠনের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যসমূহ

- দলের লক্ষ্যসমূহ দলের সদস্যদের অবশ্যই পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে এবং তাদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- দলের সদস্যরা তাদের ধারণা ও অনুভূতি অবশ্যই সঠিক এবং পরিষ্কারভাবে নিজেদের মধ্যে বিনিময় করবেন।
- নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অবশ্যই দলের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
- পরিস্থিতির চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সিদ্ধান্ড়গ্রহণ, নীতিমালাকে নমনীয় হতে হবে।
- দলের ক্ষমতা ও প্রভাব হবে সমান। মূল ভিত্তি হবে দক্ষতা, কর্মক্ষমতা এবং তথ্যবহুলতা যা নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল হবে না।
- দলের মধ্যে যারা বিপরীত মতামত ও ধারণা পোষণ করেন তাদের উৎসাহিত করতে হবে। কারণ দ্বন্দ্ব দলের মধ্যে সম্পৃক্ততা আনয়ন করে, সিদ্ধান্ড়গ্রহণে সৃজনশীলতা ও গুণমান বৃদ্ধি করে সিদ্ধান্ড়সমূহ প্রয়োগের জন্য সদস্যদের আনুগত্যশীল করে তোলে।

পোষ্টার শি ৮ ঘ
ভিডবি- উসি
২০০৮

দলের সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু পরামর্শ

০১. দলের মধ্যে নিজের সমস্যা সমাধান করে বসে থাকলে হবে না অন্যের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

০২. অনেক সময় নিজের সমস্যার সমাধান অন্যজনের সমস্যা সমাধানের প্রতিবন্ধকতা হতে পারে তা উপলব্ধি করা।

০৩. সমস্যা সমাধানে অন্যের কষ্টকর প্রচেষ্টা উপলব্ধি করতে হবে।

০৪. দলীয় সম্মান ও দল রক্ষার কারণে দলের অন্যের জন্য নিজে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

০৫. দলীয়ভাবে সমাধানের জন্য নিজ সমস্যাকে নিজের মনে না করে দলের মনে করে দলের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে।

০৬. দলের সম্মান ও দল রক্ষার জন্য কাউকে না কাউকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

সম্ভাব্য শিখন

- সম্মিলিত উদ্যোগে সমাজেকল্যাণমূলক যে কোন কঠিন কাজ করা সম্ভব
- দলের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর দলের গতিশীলতা নির্ভর করে
- পারস্পরিক সহযোগিতায় দলের গতি বেড়ে যায়
- দলের সকল সদস্য সক্রিয় হলে দলে নতুন নতুন নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে
- দলই কর্মময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে

মূল শিখন

- দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ
- দশের লাঠি একের বোঝা

শিখন এককঃ ৯. সমাপ্তি অধিবেশন

শিখন একক ৯.১ কোর্সের পুনরালোচনা ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রতিশ্র“তি

কোর্সের পুনরালোচনা

সহায়কের জন্য

প্রশিক্ষণে প্রতিদিন অনেক বিষয়বস্তু আলোচিত হতে পারে। কখনও কখনও অংশগ্রহণকারিগণের জন্য এটা ধরে রাখা বা বোঝা কঠিন হয়ে থাকে। দিনের কার্যক্রম শেষে সংক্ষেপে কোর্সের আলোচিত বিষয়বস্তু পুনরায় আলোচনা করা হলে অংশগ্রহণকারিগণ বিষয়সমূহ সহজে মনে করতে পারবেন।

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা সম্পূর্ণ কোর্সের কার্যক্রম স্মরণ করতে পারবেন ।

সময় : ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা / প্রশিক্ষকের সুবিধামতো

উপকরণ : নেই

প্রক্রিয়া : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণে কী কী কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারিগণ সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণে পরিচালিত কার্যক্রম উলে- খ করবেন। যদি কোন কিছু বাদ যায় সহায়ক তা উলে- খ করবেন এবং প্রশিক্ষণে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে কি না যাচাই করবেন।

প্রশিক্ষণোত্তর প্রতিশ্র“তি

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা গ্রামে গিয়ে কী করবেন তার প্রতিশ্র“তি দিতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক **আলোচনা**

উপকরণ : প্রশিক্ষণোত্তর প্রতিশ্র“তির ছক

প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় ৩টি ধাপ আছে।

ধাপ ১ সহায়ক পূর্ব আলোচনার জের ধরে অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন আপনারা নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে কী করবেন তার একটি ওয়াদা আমাকে বলুন। অংশগ্রহণকারিগণ বলবেন সহায়ক শুনবেন এবং সাধারণীকরণ করবেন।

ধাপ ২ অতঃপর সহায়ক অংশগ্রহণকারিগণের মধ্যে পূর্বে তৈরিকৃত প্রশিক্ষণোত্তর প্রতিশ্র“তির ছক বিতরণ করে তা পুরণ করতে বলবেন। অংশগ্রহণকারিগণ প্রশিক্ষণোত্তর প্রতিশ্র“তির ছকটি পূরণ করবেন এবং সহায়ক সহায়তা করবেন।

ধাপ ৩ অতঃপর সহায়ক অংশগ্রহণকারিগণকে প্রশিক্ষণোত্তর প্রতিশ্র“তির ছকটি গ্রাম ওয়াশ কমিটির ফাইলে এক কপি এবং সভাস্থলে এক কপি টাঙিয়ে রাখতে বলবেন। পরিশেষে সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য যা অবশ্যই করণীয়ঃ

– নিজ নিজ প্রতিশ্র“তি পালন **করা**

প্রশিক্ষণোত্তর সম্ভাব্য প্রতিশ্র“তিসমূহ

০১. উপজেলা ওয়াটসান কমিটির সঙ্গে মাসে অন্ড়ত একবার যোগাযোগ রক্ষা করব।
০২. প্রত্যেক মিটিংয়ের আলোচ্য বিষয় থেকে অন্ড়ত পক্ষে একটি সমস্যার সমাধান করব।
০৩. নিজ উদ্যোগে কমপক্ষে সপ্তাহে ৫টি বাড়িতে গিয়ে স্বাস্থ্যবার্তা সঠিকভাবে পালন করে কি না দেখব।
০৪. গ্রাম ওয়াশ কমিটির প্রতিটি মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে কার্যকর মিটিং পরিচালনায় সহযোগিতা করব।
০৫. বিভিন্ন সভায়, মসজিদে, মন্দিরে, দোকানে স্বাস্থ্যবার্তা সম্পর্কে সকলের সঙ্গে আলোচনা করব।
০৬. আলোচনাসভার রেজুলেশন নিয়মিতভাবে লিখব এবং সংরক্ষণ করব।
০৭. আমি যে কোন নতুন খবর জানামাত্রই গ্রামের সকলের সঙ্গে আলোচনা করব।
০৮. গ্রাম ওয়াশ কমিটির সকল দায়দায়িত্ব কমিটির সকল সদস্যদের নিয়ে পালন করব।

VWC-র সভাপতি ও সদস্যসচিবগণ নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলো পালন করবেন

০১. প্রশিক্ষণ শেষে সকল সদস্যদের (১১জন) নিয়ে মিটিং করবেন।
০২. সকল সদস্যের বাড়িকে একটি আদর্শ বাড়ি হিসাবে তৈরি করবেন।

আদর্শ বাড়ির বৈশিষ্ট্য

- বাড়িতে ওয়াটারসিলযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন এবং তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।
- পায়খানায় সাবান স্যান্ডেল ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি থাকবে।
- টিউবওয়েলের গোড়া পাকা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকবে।
- বাড়ির পাশে গর্ত থাকবে, সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলবে।

০৩. ওয়ার্ড মেম্বারসহ অন্যদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ তৈরি করবেন।
০৪. স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিত করবেন।
০৫. কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও ২ মাস পরপর মিটিং করবেন।
০৬. গুণমান সম্পন্ন রিং-স্-াব উৎপাদনে স্থানীয় উদ্যোক্তাকে সহযোগিতা করবেন। বিশেষ করে ওয়াটারসিলের ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

শিখন একক ৯.২ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা

উদ্দেশ্য : আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ করা

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা

উপকরণ : নেই

প্রক্রিয়া : সহায়ক এই প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারিবৃন্দ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উপকৃত বা লাভবান হয়েছেন তা জিজ্ঞাসা করবেন এবং এই সম্পর্কে অংশগ্রহণকারিবৃন্দের অনুভূতি জানতে চাইবেন। অনুভূতি ব্যক্ত করা শেষ হলে সহায়ক তাঁর নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করবেন এবং সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সংযোজনী-১

গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণোত্তর প্রতিশ্র“তির ছক

কমিটির নামঃ.....
থানাঃ..... জেলাঃ.....
প্রশিক্ষণের তারিখঃ.....হইতে .....পর্যন্ড়
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নামঃ.....

ক্রম	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবি	কার্যাবলী সমূহ						
			সম্ভাব্য মিটিংয়ের তারিখ	মডেল বাড়ি সম্ভাব্য তারিখ	ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগের সম্ভাব্য তারিখ	স্যানিটেশন উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শনের সম্ভাব্য তারিখ	মিটিং কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের সম্ভাব্য তারিখ	অতি দরিদ্র পরিবারে ওয়াশ বার্তা সমুহ প্রদান	
								পরিবার সংখ্যা	তারিখ
০১.									
০২.									

বি. দ্র. গ্রাম ওয়াশ কমিটির ফাইলে ১ কপি সংরক্ষিত ও মিটিং স্থলে ১ কপি টাঙানো থাকবে

সংযোজনী-২

অংশগ্রহণকারীদের হাজিরা তথ্য

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম:

প্রশিক্ষণের স্থান: উপজেলা: মাস:

সময়কালঃ ---------- হইতে -০---------- পর্যন্ড়---------- মেয়াদকাল:

ক্র. নং	নাম	পদবী	ওয়াশ কমিটির নাম ও নম্বর	ইউনিয়ন	গত ৩টি মিটিং এর তারিখ			স্বাক্ষর
					১	২	৩	
১.								
২.								
৩.								
৪.								
৫.								
৬.								
৭.								
৮.								
৯.								
১০.								
১১.								
১২.								
১৩.								
১৪.								

১৫.								
১৬								
১৭.								
১৮.								
১৯.								
২০.								
২১.								
২২.								
২৩.								
২৪.								

পরিভাষা

নিরাপদ পানি	জীবাণুমুক্ত, সহনীয় মাত্রায় রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি, যা পান ও ব্যবহারে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না ।
নিরাপদ পানির উৎস	ভূপৃষ্ঠস্থ: বৃষ্টি, পুকুর ও নদীর পানি ; **ভূগর্ভস্থ :** অগভীর স্ড়ল, গভীর স্ড়ল
স্যানিটেশন	মানুষ ও পশুপাখির মলমূত্র, পরিত্যক্ত বর্জ্য, ময়লা আবর্জনা স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ব্যবস্থাপনা ।
স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন	ওয়াটারসিলযুক্ত রিং-স্-াব ল্যাট্রিন
সহস্রাব্দ লক্ষ্য	২০০০ সালে ১৮৯টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ২০১৫ সাল নাগাদ বিশ্বের উন্নয়নের জন্য ৮টি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছেন। ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে: দারিদ্র্য, শিক্ষা, জেন্ডার, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ, পরিবেশ এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।
স্বাস্থ্যবিধি	**পরিবারের** সকলের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং অভ্যাসগঠন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।